মৃন্ময়ী

(সামাজিক নাট্যরঙ্গ)

শ্রীদুর্গাদাস রায় চৌধুরী প্রণীত

কলিকাতা
৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর
"বিশ্বকোষ-প্রেসে"
এ, এন্ বসু এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১৩১০ সাল।

মূল্য ৷৶০ আনা

উৎসর্গ পত্র।



মা! তোমার স্নেহ ও ভালবাসায় সংসার যে বিষময়, তাহা কখনও জানিতে পারি নাই! সুকৃতিবলে তোমার ন্যায় করুণাময়ী জননীকে পাইয়া কত আবদার, কত উৎপাত করিয়াছি, কিন্তু একদিনের জন্য তোমার স্নেহের হ্রাস হয় নাই। শোকতাপে মন যখন দগ্ধীভূত হইয়াছে, বিপদাগমে মন যখন বিচঞ্চল হইয়াছে, আত্মীয়স্বজন দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া মনে যখন সংসার-বৈরাগ্য উদিত হইয়াছে, মা! তোমার চৈতন্যরূপিণী প্রাণতোষিণী স্নেহময়ী মূর্ত্তি হৃদয়দর্পণে উদিত হইয়া নিস্তেজ হৃদয়মাঝে বল ও সাহস সঞ্চার সহ সংসারের কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। অকর্ম্মণ্য পুত্রের মা ভিন্ন ভালবাসিবার আর কেহ নাই। মৃন্ময়ী আমার নব উদ্যমের ফুল, সম্যক্‌রূপে প্রস্ফুটিত করা আমার ক্ষমতার অতিরিক্ত! এই মৃন্ময়ী সাধারণ সমীপে আদরণীয় না হইলেও তোমার স্নেহক্রোড়ে অকর্ম্মণ্য পুত্রের ন্যায় স্থান পাইবে, এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া মা! তোমার চরণকমলে আমার এই সাধের মৃন্ময়ীকে ভক্তিসহকারে অর্পণ করিলাম।

সেবক—শ্রীদুর্গাদাস রায়চৌধুরি

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

কিরণ ঘোষ	বিক্রমপুরের জমীদার
নরেন	কিরণের কনিষ্ঠ
পরেশ	জমিদার ও খুল্লতাত
শৈলেন্দ্র	ঐ
গদাধর	ঐ
কেবলরাম	শৈলেন্দ্রের বন্ধু
নশীরাম	নরেনের শ্যালক
জ্ঞানানন্দস্বামী	যোগীপুরুষ
গোলক ও নরি	ঘোষবংশের জ্ঞাতি-দৌহিত্র

ম্যাজিষ্ট্রেট, কন্‌ষ্টেবল, জমাদার, শিষ্যগণ ও ভৃত্য

স্ত্রীগণ

মনোরমা	কিরণের স্ত্রী
মৃন্ময়ী	কিরণের মধ্যম ভ্রাতার স্ত্রী
তরুবালা	নরেনের স্ত্রী
হেমাঙ্গিনী	পরেশের স্ত্রী
গিরিবালা	প্রতিবেশিনী
ক্ষীরোদা	গদাধরের স্ত্রী



মৃন্ময়ী।



প্রথম অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।



(শৈলবাবুর বৈটকখানা)

শৈল, গদাধর ও কেবলরাম আসীন।

কেবলরাম। শৈলবাবু! আজ এত ভাবিত হ'বার কারণ কি? বাটীর ত সব কুশল।

শৈল। দেখ, ভাববার কোন কারণ নাই, তবে যার জন্য যত করি, সেই বেশী অকৃতজ্ঞ হয়। পরেশের জন্য কি না ক'র্‌চি, রাত নেই, দিন নেই, যখন টাকার দায়ে পড়েচে, তখন টাকা

দিয়ে দায় উদ্ধার ক'রেছি, এখন কি তা আর মনে থাক্‌বে!

গদা। মনে কি সহজে রাখ্‌বে। যেমন কুকুর, তাহার তেম্‌নি মুগুর চাই। পরেশ ভায়া এখন মনে করেন যে, তিনি একটা কেষ্ট বিষ্টু হ'য়ে প'ড়েচেন।

শৈল। তাত ক'র্‌বেই। বাছাধনকে যখন সরের নাড় বানিয়ে ছেড়ে দেবো, তখন বুঝ্‌বে যে কার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিলুম্‌।

গদা। বুঝ্‌তে আর বেশী দিন লাগ্‌বে না। যে ফাঁদ পেতিছি, বাছাকে আর রাধাকৃষ্ণ বল্‌তে হ'বে না।

কেবলরাম। এ রকম দু'চারিটী মন্ত্রী জুট্‌লে দেশে আর মানুষ থাক্‌বে না।

গদা। থাম্‌ বেটা থাম্‌, আর চালাকি করে না। বেটার পেটে ভাত নেই, কোচার বহর দেখ্‌লে হাড় জ্ব'লে যায়। তুই আদার বেপারি, তোর জাহাজের খবরে দরকার কি?

শৈল। কেবলরাম! আপনা আপনি কি ঝগড়া করা ভাল। তুমি আমার বন্ধু হ'য়ে আমার আত্মীয়

সুহৃৎ সকলকে চটালে। আমার তাতে কি মঙ্গল হ'বে!

কেবল। তোমার বন্ধু হ'য়ে এখনও আছি, পরেও থাক্‌বো—তবে গদাধরের মতন বাঁধা হ'তে পার্‌বো না। [কেবলরামের প্রস্থান।

গদা। কেবলার রোক্ দেখ্‌লে ত! ওর জন্য তোমায় ভাব্‌তে হ'বে না। এখন এস, একটা যুক্তি করা যাক্।

শৈল। কুমুদিনীকে হাত কর। কুমুদিনীর জন্য পরেশ এক রকম পাগল হ'য়েচে। কুমুদিনীকে আমার সূদ আসল ফেলে দাও আর পরেশকে দিয়ে তার বিষয় সমস্ত কুমুদিনীর নামে কবালা করিয়ে দাও, তার পর দেখা যাবে।

গদা। এত সহজেই হ'বে। আরো কণ্টক আছে, তা ঘুচুতে হ'বে।

শৈল। তুমিই আমার সহায়। তোমাকে অধিক আর কি বল্‌বো।

গদা। আমায় বেশী কিছু ব'ল্‌তে হবে না, এখন ত আসি, দেখিগে কতদূর কি ক'রতে পারি।

[গদাধরের প্রস্থান।

কিরণ। সাধু সন্ন্যাসিগণ নিবিড় অরণ্য কিংবা পর্ব্বত-গুহায় ব’সে ঈশ্বর আরাধনা করেন, আমি আত্মীয়-স্বজন-পরিবেষ্টিত স্থানে তা হ’লে কি রকমে ঈশ্বর আরাধনা করতে পারব।

জ্ঞানা। (সহাস্যবদনে) বৎস্য ! তোমায় ত প্রথমেই বলেচি যে তুমি বাসনাবর্জ্জিত হ’য়ে নির্লিপ্তভাবে কাজ কর। গৃহে বসে যদি মন প্রাণ ঈশ্বরে সমর্পণ করতে পার, যদি সংসারে সুখ দুঃখ তোমায় মোহিত ক’ত্তে না পারে, তা হলে মুক্তিলাভে সমর্থ হবে। প্রথম কর্ম্ম কর, বাসনা ছেদ কর, শোক চিন্তা মন হইতে দূর কর।

[কিরণের প্রস্থান।

(পটপরিবর্ত্তন)

গৃহাভ্যন্তরে মৃন্ময়ী প্রভৃতি আসীন।

মৃন্ময়ী। (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া) বাবা ! আপনার চরণ দর্শন করবো বলে আমরা এখানে ব’সে আছি। আপনার পা পূজা ক’রতে পারবো ত। মা কাত্যায়নীর কৃপায় আমাদের আশা সফল হলো।

জ্ঞানা। তোমার ধর্ম্মে মতি দেখে বড় সন্তুষ্ট হ'লেম, জগদম্বা তোমার মঙ্গল করুন।

মৃন্ময়ী। সুখ-ভোগ পতির সঙ্গেই বিসর্জ্জন দিয়েচি। সুখ জীবনে ভোগ করি নাই, পাইবারও আশা করি না. তবে পতিকেই যেন জীবনের পরম আরাধ্য দেবতা-জ্ঞানে এ ছার প্রাণকে তাঁর চরণ উদ্দেশে উৎসর্গ কর্‌তে পারি, এই মাত্র প্রার্থনা।

জ্ঞানা। মা! তোমার নির্ম্মল হৃদয়ে কুচিন্তা কখনই স্থান পাবে না। তোমার হৃদয় পতিরূপ পরমদেবতার ধ্যানে মগ্ন থাক্‌বে। তাতেই তোমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হবে। ঈশ্বর-প্রেমে মগ্ন হও, প্রেম বারি সিঞ্চনে তাঁর কৃপা যাচিঞা কর, সে প্রেমে অপার অতুল আনন্দ পাবে। তাতে কুটিলতা নাই, সে নির্ম্মল প্রেমে লজ্জা পাবার আশঙ্কা নাই, তাতে বিরহযন্ত্রণার ভয় নাই।

মৃন্ময়ী। ভক্তিতেই কি তাঁকে পাওয়া যায়?

জ্ঞানা। তিনি ভক্তিহীন হৃদয়ে কখনও থাকেন না। জলশূন্য মরুভূমি আর ভক্তিহীন হৃদয়ে কোন প্রভেদ নাই। তিনি ভক্তের নিকট সর্ব্বক্ষণ

থাকেন। ভক্তই তাঁর বিভূতি দর্শনে সমর্থ। ভক্তি, প্রেম আর বিশ্বাস ভব-যন্ত্রণা দূর করবার একমাত্র উপায়। ভক্তি-সোপানে উঠে জ্ঞান-চক্ষুতে দেখ্‌তে পাবে যে, যা হতে তুমি প্রীতি অনুভব করেছ, তা দুঃখময়, যাকে তুমি আপন ভেবেছ, যার দুঃখে তুমি অধীরা হয়েছ, সে সমস্তই মিথ্যা ; সে সমস্তই অনিত্য, সেই চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপই সত্য নিত্য।

মৃন্ময়ী। বাবা ! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জগদম্বার চরণে মন প্রাণ অর্পণ কর্ত্তে পারি।

জ্ঞানা। তথাস্তু, মা তোমা হ'তেই ঘোষবংশ উজ্জ্বল হবে।

মৃন্ময়ী। বাবা ! তবে এখন বিদায় হই। যদি আপনার আজ্ঞা মত কাজ করতে পারি, তাহ'লে দয়া ক'রে অবশ্যই আবার দেখা দিবেন।

গিরি। (প্রণামকরতঃ) বাবা ! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন স্বামীকেই ইষ্টদেবতাজ্ঞানে তাঁর চরণে জীবন উৎসর্গ ক'রতে পারি।

জ্ঞানা। মা তোমার অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ হবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।



(কক্ষ)

তরুবালা ও ক্ষীরদা আসীন।

ক্ষীরোদা। আজ কালকার ধরন্ ধারন্ দেখ্‌লে সংসারে আর একদণ্ড থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না। আহা! অমন দুদের ছেলে দেখ্‌লে অতি বড় শত্রুও ফিরে চেয়ে দেখে, আর তুই বুড়ো মাগী জেঠাই হ'য়ে অমন সোণার চাঁদকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলি।

তরু। এতদিন কিছু বলিনি ব'লে দিদির বড় বাড় বেড়েচে, অনেক সহিচি, এবার একটা হেস্তনেস্ত না ক'রে জল গ্রহণ করবো না।

ক্ষীরোদা। অনেক বারত তোর মুখে ওকথা শুন্‌লুম, কিন্তু তার ফল তো কিছু দেখ্‌তে পেলেম না।

তরু। করবো কি বল। যার হাতে পড়েচি, বল্লেই বলে, থাম্‌না! আগে সব পথ ঘাট আঁটা আটী করে বাঁধি, তার পর দাদার ঘাড় ভাঙ্গবো।

ক্ষীরোদা। ওরে ছুড়ী বুঝিস্‌নি, দাদার মায়া কি ভুল্‌তে পারে? তুই যেমন নেকী ঐ ব'লে তোকে ভুলিয়ে রাখ্‌চে।

তরু। বুঝিছি, আর বোকা বানাতে পাচ্চে না, আজ্ একটা রক্তগঙ্গা কর্‌বো।

ক্ষীরোদা। তুমি ত একজন। তুমিই বা কেন হাত তোলায় থাক্‌বে। বুঝ্‌তুম্ বাপের বাড়ী থেকে তোদের খাওয়াচ্চে, তা হ'লে নয় কিল খেয়ে কিল হজম কল্লে কষ্ট হ'ত না।

তরু। ওর বাপকুলের টাকা খাব! আর বাপের ভাত জোটো না তার মেয়ের নাক মুখ নাড়া কি সয়।

ক্ষীরোদা। স'স বলে ত অত কুকুরতাড়া করে।

তরু। পরে ব'ল্লে নয় সইতুম্, জা ভাসুর এদের কথা কি প্রাণে বরদস্ত হয়?

ক্ষীর। দেখি কি করিস্। তোর আস্ফালন শুনে শুনে ত কাণে পোকা ধ'রেচে, তাই তোকে আর কিছু বলিনি।

তরু। দিদি! তুমি অবধি আমায় পর ক'ল্লে দেখ্‌চি।

ক্ষীর। তা হ'লে তোকে মনের কথা ব'লবো কেন! তোকে কত ভালবাসি, তুই গিন্নী হ'বি, দেখে

যদি যেতে পারি, তা হ'লেও জীবন সার্থক হবে।

তরু। তোমার কাছে মনের কথা কই ব'লে আমার জাএরা কত ঠাট্টা তামাসা করে। আমি কি তাতে ভুলি ?

ক্ষীর। দেখিস্ বোন্! আমার যেন নাম গন্ধ না হয়, আমার মাথার দিব্বি, রেগেও আমার নাম করিস্‌নি যেন।

তরু। আমি কি কচি খুকি! আমার কি চোক নেই, না আমি কাণে শুন্‌তে পাইনে।

ক্ষীর। কর্ত্তা আসবার কথা আছে, এসে দেখতে না পেলেই ত্রিভুবন অন্ধকার দেখ্‌বে। এখন তবে চল্লুম।

[প্রস্থান।

তরু। কর্ত্তা এখনি আস্‌বেন ; ঠাণ্ডা কথায় আর ভিজবো না। একটা বিহিত না ক'রে আজ ছাড়চিনে। না হয় বাপের বাড়ী চলে যাব। আর আস্‌বো না।

[ভূমিতে শয়ন।]

(নরেন বাবুর প্রবেশ)

নরেন। বলি, ঘর যে খাঁ খাঁ কচ্চে। গৃহলক্ষ্মী আমার গেলে কোথায়? (চারিদিক্ দেখিয়া) সারাদিন পরে ঘরে শান্তি পেতে এলুম, তা পোড়াকপালে কি শান্তি আছে? গিন্নীত বেড়াতে বেরিয়েছেন, "কা কস্য পরিদেবনা।"
(দরজার ধারে তরুবালাকে শয়নাবস্থায় দেখিয়া চমকিত ভাবে) একি! তরুর আজ এ অবস্থা কেন? বুকের কাপড় জলে ভেসে গেছে। তরু! মাথা খাও, বল কি হ'য়েছে। তোমার মুখ মলিন দেখ্‌লে যে জগৎ অন্ধকার দেখে, যার জীবনের ধনসম্পৎ একমাত্র তরু, যে তরু বৈ জানে না, তাকে আর কষ্ট দিও না।—একবার বল কি হ'য়েচে। দেখ, আমা হ'তে তার প্রতীকার হয় কি না?

তরু। অনেক ব'লেচি। যদি ভাল বাস্‌তে ত অনেক দিন তার উপায় ক'ত্তে। আর কেন, আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কপালে যা আছে তাই হবে।

নরেন। তরু! আজ তোমার মনের ভাব এমন হ'ল

কেন ? তুমি কি আমায় অবিশ্বাস কর ! তুমি কি জান না যে, আমি একদণ্ড যাকে চোকের আড়াল ক'ত্তে পারিনি, তাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌বো ?

তরু। জায়ের নাতী খাওয়াবার জন্যেই রাখা।

নরেন। তরু ! কি বল্লে "জায়ের নাতী" কি হ'য়েচে খুলে বল। যে তরু চলে গেলে নরেনের কষ্ট হয়, যার মলিন মুখ দেখ্‌লে সংসার শূন্য বোধ হয়, আজ কি না তার অপমান শুন্‌তে হ'ল। আমায় ধিক্, আমার জীবনেও ধিক্, মনুষ্য নামেও শতবার ধিক্।

তরু। তুমি রাজা হও, আমার জন্য আর কষ্ট ক'ত্তে হবে না। গোপালকে না হয় তার মামার বাড়ীতে ভিক্ষা ক'রে মানুষ কর্‌বো।

নরেন। তরু ! আজ কেন তুমি আমায় মর্ম্মান্তিক কথা বলচো ? তুমি যদি আমায় যথার্থ ভাল-বাস, তবে বল,—কি হ'য়েছে। আমি যদি তার প্রতীকার এখনই ক'ত্তে না পারি, তা হ'লে মুখ আর দেখাবো না। আমি বেঁচে থাক্‌তে গোপাল মামার বাড়ী মানুষ

হবে, তা কখনই হবে না। তরু, কোন্ প্রাণে বল্লে ?

তরু। বলবো আর কি, তোমায় কতবার বলেচি যে, কেন আর আমায় তোমার ভাজের কাছে নাতী খাওয়াও, তাও সহিচি ; কিন্তু যখন দেখ্লুম যে আমার গোপালকে দূর ছ্যা কর্ছে, ঘরে গেলে তাড়িয়ে দেয়, তখন বিষ খাইয়ে যে মার্বে না, তাই বা কে বল্তে পারে ?

নরেন। বুঝেছি,—আমার ছেলেটার হিংসায় দম ফেটে সব মলো। বড় বউএর বড় স্পর্দ্ধা হ'য়েছে, আজ সব আপদ বিদায় কর্বো।

[বেগে নরেনের প্রস্থান

তরু। দেখি, আজ বীরপুরুষ কি করেন। আলাদা হাঁড়ি না কেড়ে আর এবার ছাড়চি না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(বৈঠকখানা)

পরেশবাবু ও কুমুদিনী আসীন।

পরেশ। আজ যেন তোমায় টুকটুকে ডালিমটীর মত দেখাচ্চে।

কুমু। অত ঠাট্টা কেন? আমায় মনে ধরে না, তাই আমার চেহারা দেখে হাস্‌চো।

পরেশ। কুমুদিনি! তুমি কি আমায় অবিশ্বাস কর। তোমার জন্য কত লাঞ্ছনা ভোগ ক'রেছি, তোমার জন্য মাগ-ছেলেকে ত্যাগ ক'রেছি, তোমার জন্য ছার প্রাণও বিসর্জ্জন দিতে পারি।

কুমু। বালাই, তুমি একশো বছর বেঁচে থাক, আমি কি জানিনি যে তুমি আমায় কত ভালবাস। তুমিও ত ভাই দেখ্‌ছ, আমি যদি তোমার প্রেমের ভিখারী না হতুম্, তা হ'লে কত বাবু, কত বাড়ী, জড়োয়া গহনা লোভ দেখিয়েচে, আমি তাদের দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতুম না।

পরেশ। আমার মান, যশ, সম্পদ্ সমস্তই তুমি,

তুমিই আমার আঁধার-হৃদয়ের একমাত্র মাণিক। তুমি কি আমায় ভাল না বেসে থাক্‌তে পার, পৃথিবী রসাতলে যাক্, চন্দ্র সূর্য্য কক্ষচ্যুত হ'ক,—উল্কাপাতে ধরা ভস্ম হ'ক, তথাপি পরেশের প্রাণ-মন কুমুদিনী বই জান্‌বে না। পরেশের দগ্ধহৃদয় শীতল কর্‌বার কুমুদিনীই একমাত্র ঔষধ। কুমুদিনীই পরেশের ইষ্ট মন্ত্র, পরেশের প্রাণ। কুমুদিনি! নিশ্চয় জেন, আমি তোমারই।

(গীত)

কুমু। জেনে শুনে প্রাণ মন সঁপেছি তোমারে।
তোমা ছাড়া অন্য কারে না ভাবি অন্তরে॥
বাঁধিয়াছি প্রেম-ডোরে, রেখিছি হৃদিপিঞ্জরে,
কভু কি পারিবে তুমি ভুলিতে আমারে॥

পরেশ। চল, চল, কাল গঙ্গা নাইতে যাওয়া যাক্।

কুমু। বেশ তো। যেখানে গেলে তুমি সুখী হও, সেখানে যাব। তুমিই আমার গঙ্গা।

(লছমন সিংহের প্রবেশ)

লছ। খোদাবন্দ! গদাধর বাবু গেট্‌মে খাড়া হ্যায়,

কৈ জরুরি কাম্‌কা ওয়াস্তে মুলাকাত করনে আয়া।

পরেশ। (স্বগতঃ). ঘরে গদাধর—বাহিরে গদাধর, একদণ্ড সুস্থির হবার জো নেই বাবা। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা সেলাম দেও।

[লছমন সিংহের প্রস্থান।

তুমি কি গদাধরকে জান ?

কুমুদিনী। তোমার দেক্‌তাই জানা শুনো। লোকটা বড় ধড়িবাজ, নয় ?

পরেশ। তবে তুমি ওকে চিনেচ। ও আবার এমনি মন্ত্র জানে যে, যার সর্ব্বনাশ করে, সেই আবার বন্ধু ব'লে ডাকে, কিন্তু যদি কার উপর সদয় হয়, তাব জন্য মর্‌তে পারে।

(গদাধরবাবুর প্রবেশ)

গদাধর। এই যে পরেশভায়া! তুমিই ভাই জগতে একমাত্র সুখী। দেখনা,—কেমন নির্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছ।

পরেশ। এত ঠাট্টা কেন ? জ্বালার শরীর দু'দণ্ড না আরাম পেলে কি বাঁচতে পারি!

গদাধর। মনে ক'রোনা যে আমি হিংসে ক'চ্ছি। থাক্, আমার একটা দরকারি কথা ছিল; কথাটা—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে)

পরেশ। বেশ ত বলনা। এখানে ত আর কেউ নেই, যে তোমার কথা ফাএস ক'র্‌বে।

গদাধর। বলি, ছয়কাণ হওয়া কি ভাল ?

পরেশ। তুমি কি জাননা যে কুমুদিনী আমার প্রাণ। জগতে এমন কি মূল্যবান্ বস্তু আছে, যা পরেশ কুমুদিনীকে না দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারে! তুমি কি কুমুদিনীকে অবিশ্বাস কর ?

গদাধর। অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই। তবে দুজনে থাক্‌লে প্রাণ খুলে পরামর্শটা হবে। কুমদিনি! তুমি কিছু মনে ক'রোনা। আমি পরেশের ভাল'র জন্যই ব'লছি।

কুমুদিনী। ওঁর ভাল হ'লেই আমার ভাল। আচ্ছা, আপনারা কথা কন, আমি বাবুর খাওয়ার জোগাড় করিগে।

[কুমুদিনীর প্রস্থান।

গদা। দেখ ভাই, তুমিও যে বস্তু, আর শৈলও সেই বস্তু ; শৈলের ভাল হ'ক্, আর তোমার সর্ব্বনাশ হ'ক্, তা আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না। শৈল যে প্রকৃতির লোক, তা ত আর কারু জান্‌তে বাকী নেই। মা-ভাইকে পথে বসিয়েচে, এখন জ্ঞাতিদের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ঘুর্‌চে।

পরেশ। তুমি যে শৈলকে চিন্‌তে পেরেচ, এই ঢের।

গদা। গদাধরের আর লোক চিন্‌তে বাকী নেই, তবে কি করি বল, মরে আছি।

পরেশ। এখন ভাই, আমার একটা গতি কর।

গদা। আমি সেই জন্যেই এসেচি, এখন তোমার মত-সাপেক্ষ।

পরেশ। তুমি যা ক'র্‌বে তাই। আমার আর মতামত কি? শৈলর কাছ থেকে কাটান ছিড়েন হ'য়ে বেরুতে না পার্‌লে আর স্ব'স্তি নেই।

গদা। এখন কাজের কথা বলি—কুমুদিনীর অনেক টাকা আছে, তার কাছ থেকে নিয়ে শৈলের খত খালাস ক'র্‌লে হয় না?

পরেশ। গদাধরের দেখ্‌ছি মতিভ্রম হ'য়েচে। কুমু-

দিনীর কাছে মহামহিম লিখলে কি ঘোষ-বংশের মান হবে? ছি! ও কথা আর মুখে এনো না।

গদা। আমার যুক্তিটা আগে শোন, তার পর যা বল্‌বার বলো। কুমুদিনীর টান তোমার উপর আঠারআনা, তুমিই খাতক হচ্ছ, আবার এক রকম তুমিই মহাজন। কুমুদিনী কি কখন তোমার টাকার তাগাদা ক'ত্তে পার্‌বে।

পরেশ। তবে যাতে ভাল হয় কর, আমার আর মত দেবার দরকার নেই।

গদা। একবার তামাক ডাক, বুদ্ধিটায় ধোঁা দিয়ে পাকিয়ে নি। আজই সব ঠিক ক'রে তোমায় নিষ্কৃতি দেবো।

পরেশ। তবে তুমি ব'স, আমি তামাক পাঠিয়ে দিচ্চি।

গদা। তোমার সাম্‌নে সব কথা শেষ হ'লেই ভাল হয় না?

পরেশ। তুমি যখন আছ, আমার আর দরকার কি? আমায় যা ক'ত্তে বল্‌বে তাই করবো। কুমুদকে তবে ডেকে দি! [পরেশের প্রস্থান।

গদা। অনেক ক'রে ত বাগান গেল, এখন কাজটা শেষ ক'রে নিতে পার্‌লেই সব ফরসা।

(কুমুদিনীর প্রবেশ)

এই যে কুমুদ, তোমার কুমুদিনী নাম না হ'য়ে কমলিনী নাম হ'লেই ঠিক্ হ'ত। বলি আমাদের ভাগ্যে এক কল্‌কে তামাকও জুট্‌বে না।

কুমু। কেন ভাই! তোমার বাড়ী, তুমি হুকুম কল্লেই ত হ'ত।

গদা। তোমায় দেখ্‌লে কি খিদে তেষ্টা থাকে! তামাকের সাধ তোমায় দেখেই মিটে যায়। তবে আমি গরীব, তোমার মধু কি আমরা খেতে পারি? পাবার আশা—আশা করাও পাগ্‌লামি।

কুমু। প্রেমের কাছে রাজা ফকির নেই। আমরা টাকার কাঙ্গাল নই।

গদা। এখন একটা কাজের কথা কই, তারপর আমোদ করা যাবে। পরেশ ত শৈলের টাকা ধারে, এক সেই টাকার জন্য খুব বেঁধেচে।

কুমু। কত টাকা ধারে; শুনেচি ত অনেক টাকার বিষয়।

গদা। বিষয় অনেক টাকার তার আর সন্দেহ নাই, তবে পরেশ ত মানুষ নয়। শৈলের টাকা ফেলে দেবার জন্যে বড় ব্যস্ত হ'য়েচে।

কুমু। ফেলে দিলেই ত হয়। যার অত টাকার বিষয়, সে দু-দশ হাজারের জন্য এত মাথা ঘামায় কেন?

গদা। কেন পরের হাতে বিষয়টা যাবে বল! তোমার হাতে থাক্‌লে পরেশের টিকী বাঁধা থাক্‌বে, আর আমরাও তোমার কাছে মাঝে মাঝে সন্দেশ মোণ্ডা খেতে পাব।

কুমু। ওঁকে টাকা দিলে ত ক্ষতি নেই—তবে লেখাপড়াটা বাঁধাবাঁধি হ'লে ভাল হয়।

গদা। তাই হবে। আমি সব ঠিক ক'রে তোমায় ব'ল্‌বো। এই মাসেই টাকা নেবে, আজ আমি চ'ল্লুম; পরেশকে ব'লো, কাল দেখা ক'রে যা ক'ত্তে হয় ব'ল্‌বো। তোমায় একটা কথা বলি, ভাই ক'রো—খুব দরদ্। দেখো, যেন রসবড়া খেয়ে ভু'লে থেকো না।

(গমনোদ্যত)

কুমুদ। শীগ্‌গির আস্‌বে ত ?

গদা। বড় টান্ দেখ্‌ছি ! ছিঁড়ে না যায়।

কুমুদ। ভয় ক'রোনা, সবুরে মেওয়া ফ'ল্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।





দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।



(শয়নাগার)

কিরণ ও মনোরমা আসীন।

কিরণ। মেজবউ-মা চন্দ্রনাথ দেখ্‌তে যাবে ব'লে-ছিলো, যাবার কি দিন স্থির হ'য়েছে ?

মনোরমা। দিন ঠিক্ হ'লে—তুমি কি জান্‌তে না ? পুরুতঠাকুর এ মাসে যেতে নিষেধ ক'রেচেন।

কিরণ। কে কে যাচ্চে ?

মনোরমা। মেজবউ, আমি আর ছোট-ঠাকুরপো। তাকে ত একলা পাঠান যেতে পারে না।

কিরণ। আমি বেঁচে থাক্‌তে আমার যতেনের স্ত্রী একলা যাবে, তাও কি সম্ভবে! আমার হৃদয়ের

অমূল্যনিধিকে হারিয়েছি, কিন্তু বউমার গুণে—একদিনও জান্‌তে পারিনি যে, বাছা আমাদের ছেড়ে গেছে।

মনোরমা। আমাদের কপাল মন্দ যদি না হবে, তা হ'লে এমন জিনিস খাব কেন। মেজবৌ-এর গুণ কি জীবনে ভুল্‌তে পার্‌বো? অমন জা যেন জন্মজন্মান্তরে পাই।

(নরেনের প্রবেশ)

কিরণ। এই যে নরেন এসেচে। তোমার বউ দিদিকে নিয়ে একবার চন্দ্রনাথটা বেড়িয়ে এস না।

মনোরমা। ছোটবউও চলুক, গোপাল আর কানাই দুজনে বড়বাবুর কাছে থাকুক। কেমন ঠাকুরপো! চল, তোমার কল্যাণে চন্দ্রনাথতীর্থ ক'রে আসি।

নরেন। আর তীর্থে যেতে হবে না। দাদা ব'লে ঢের সয়েচি, আর বোকা বানিয়ে একত্র রাখ্‌তে পার্‌চেন না। এখন আপনি আপনার পথ চিন্তা করুন, আমি আমার ভাবনা ভাবি।

কিরণ। কেন ভাই। কি হ'য়েচে বল। তোমায়

ছেলেবেলা থেকে মানুষ ক'রেচি। ভাই কি পর হয়? তোমায় ত আমি জীবনে কখনও অযত্ন করিনি। যখন যা পেয়েচি, আগে তোমাদের দিয়েচি; আমি কি তোমাদের তেম্‌নি দাদা? কেন ভাই এমন মর্ম্মভেদী কথা ব'ল্‌চো!

নরেন। কথা বাড়ালেই বাড়ে। বৌঠাকুরাণীর গুণের কথা আর বল্‌বার নয়, আপনি সে সব ত দেখবেন না! কেবল ভাই ভাই ক'ল্লে কি সব বজায় থাকে? তাও যা করেন, তা লোক-দেখান।

কিরণ। তোমার বৌদিদি তোমায় মাইয়ের দুধ খাইয়ে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেচে। সে কি কখনও তোমাদের অযত্ন ক'র্‌তে পারে? কোথাও কোন ভাল খাবার পেলে—কানাইকে না দিয়েও তোমাদের জন্য রাখে, আর তার নামে—পরের কথা শুনে কেন দোষ দাও ভাই?

নরেন। স্ত্রীর দোষ কি স্বামীতে দেখ্‌তে পায়, বিশেষতঃ আপনার চোখে তাঁর গুণ বই কি দোষ দেখা সম্ভব? সে বিষয় আর তর্ক ক'রে

কি হবে। যখন মনের মিল হ'চ্ছেনা, আপনি দোসরা জায়গায় গিয়ে থাকুন্ না? একটা হট্টিচট্টি ক'রে যাওয়া কি আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে?

কিরণ। নরেন! তোকে মানুষ ক'রেছি, তুই ছোট ভাই। পরের কুমন্ত্রণায় ঘরটা ভেঙ্গে দিলি। একবার একটা জিনিস ভাঙ্গ্‌লে তা কি সহজে গড়া যায়? শত্রুপক্ষরা হাস্‌বে,—এ সময় তোর অনেক মিত্র জুট্‌বে। কিন্তু ভাই! একবার ঠাণ্ডা মেজাজে ভাব দেখি, যে আমাদের পরিণাম কি হবে। বাবার আশীর্ব্বাদে মানসম্ভ্রম যা হ'য়েছিল—তা যাবে, বিষয়াদি নষ্ট হবে, পাঁচ ভূতের সুখ বাড়্‌বে।

নরেন। আমায় আর বেশী বুঝাতে হবে না, এখন বড় হ'য়েচি। মাগ ছেলেকে কি পথে বসাতে বলেন? আমার ইচ্ছামত কাজ ক'র্‌বো, তাতে কপালে যা থাকে, তাই হবে।

[নরেনের বেগে প্রস্থান।

কিরণ। বিশবৎসরের চেষ্টা পরিশ্রম একদিনেই পণ্ড হ'লো। সংসার যে গরলে পরিপূর্ণ, তা

এতদিন জান্‌তে পারিনি! যতেনের বিয়োগ-জনিত শোক দুঃখ নরেনের মুখ দেখে ভুলে-ছিলুম। নরেন আমার একমাত্র বল, বুদ্ধি, ভরসা, আজ হ'তে সে ভাইও আমায় ত্যাগ ক'র্‌লে। আমার ভগ্ন-হৃদয়ের ক্ষুদ্র আশা সমূলে নির্ম্মূল হ'লো। মনোরমে! তোমার দোষ কি বল, তুমি কেঁদোনা। আমার অদৃষ্টে যা লেখা আছে, তা অবশ্যই ঘট্‌বে। আর কেঁদো না, আমার হাতে প'ড়ে অনেক কান্না কাঁদ্‌তে হবে। এস, মানে মানে এখন বিদায় হই।

মনোরমা। তুমিই জীবনের আরাধ্য দেবতা। তোমার সুখেই আমার সুখ। তোমার হাতে মা বাপ দিয়েছেন; তুমি যেখানে যাবে, তোমার সঙ্গে যাব। ত্রিশ বছর শ্বশুর ঘর ক'চ্চি, একদিনও ভাবিনি যে, এ সোনার সংসার ছারেখারে যাবে। আমা হ'তে এ সংসার ছাড়্‌লে, আমা হ'তে তোমার ভাই, ভায়ের বৌ জ্বালাতন হ'লো; এ অপযশ এমন কষ্ট কি আমার মলেও যাবে। মা কাত্যায়নি! তোমার কাছে আগে নরেন-গোপালের মঙ্গল

প্রার্থনা ক'রেছি; তারপর আমার কানাইয়ের জন্য মেনেছি; মা! তার পরিণাম কি এই হ'লো? নরেন! তুমি যে তোমার দাদাকে বাড়ী থেকে চ'লে যেতে ব'ল্লে, তোমার বৌদিদিকে কড়া কথা শুনালে, তার জন্য আমি দুঃখিত নই; কিন্তু ভাই! মনে বুঝে দেখ যে, তোমার বৌদিদি কত কষ্ট ক'রে তোমায় মানুষ ক'রেছে। তোমার কোন কষ্ট হয়, ছোটবৌ পাছে কিছু মনে করে, তার জন্য নিজের শরীরের পানে একবার চাইনি; যেখানে যা পেয়েছি, তোমাকে—এমন কি নিজের ছেলের হাতে না দিয়ে তাদের দিয়েছি। এখন কিনা আমি তাদের পর হলুম,—তোমাদের ঘর ভাঙ্গ্লুম!

কিরণ। এখন তা ব'ল্লে আর কি হবে বল! বল্‌বার আর দরকারও করে না। গোছগাছ ক'রে নাও, সকাল বেলাই বিদেয় হব।

মনোরমা। ঘর ছাড়্‌বে, বিষয় ছাড়্‌বে, আর দুটো চারটে পেটরা, আর দু দশখানা কাপড়ের মায়া কি ছাড়্‌তে পার না?

কিরণ। মনো! আমি কে, আর আমারই বা

কে ? ঘর দরজা আমি সঙ্গে ক'রে আনি নাই, সঙ্গে নিয়ে যাবার আশাও রাখি না। ঈশ্বরের যা ইচ্ছা, তাই হবে ; আমি উপলক্ষ মাত্র। তোমার কি বাড়ী ঘর ছেড়ে যেতে মন সর্‌চে না ?

মনোরমা। যাঁকে দেবতাজ্ঞানে সর্ব্বদা পূজা করি, যাঁর হাতে হাতে আমায় মা বাপ সঁপে দিয়েছেন, তাঁর অপেক্ষা কি ঘরবাড়ী টাকাকড়ি ? স্বামীর সুখেই স্ত্রীর সুখ। তুমি বনে কি পর্ব্বতে যেখানে যাবে, এ চিরদাসী তোমার সঙ্গের সাথী হবে। তুমি যাবে, আর আমি কি সুখে এখানে থাক্‌ব ?

কিরণ। তবে শীঘ্র গোছগাছ ক'রে নাওগে, ভায়ের সঙ্গে যেন হাড়ী-ডোমাই ক'ত্তে না হয়।

মনোরমা। মা কাত্যায়নীকে ছেড়ে যেতে কি মনে কষ্ট হ'চ্চেনা ?

কিরণ। অর্থ নাই যে জমী খরিদ ক'রে মাকে বসাই, তাঁর নিত্য সেবাদি করি। নরেন আমার ভাই, সে মার পূজা কর্‌বে, তার কাছে মা থাক্‌বে, তাতে আবার কষ্ট কি ?

মনো। আমি মাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

কিরণ। মনোরমে! তুমি কি নরেনের সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে বল।

মনো। এ সমস্ত অপবাদের ভাগী আমিত হবুই। যে জায়ে জায়ে ঝগড়া ক'রে সংসারের সুখ শান্তি নষ্ট করে, তাকে ত আমি পশু বলি। স্বামী স্ত্রীর গুরু ইষ্টদেবতা। তুমি যদি ঝগড়া কর্‌তে, তাহলে আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বার কর্‌তুম। মাকে নিয়ে যাব, তাতে ঝগড়া কিসের?

কিরণ। দেখে নিও।

মনো। স্বামীর পদে যদি মতি থাকে, তাঁর চরণ যদি এক মনে পূজা করে থাকি, তাহলে বিনা কলহে কাজ হাসিল কর্‌ব।

কিরণ। কেমন করে?

মনো। যেখানে যাব, মার চরণকমল হৃদয়ে এঁকে রেখে দেব। যেখান হ'তে চোর চুরি করে আন্‌তে পার্‌বে না। রাজার যেখানে অধিকার নাই, নরেনের সঙ্গেও বিবাদের আশঙ্কা নাই, ভায়ে ভায়ে ঝগড়ার যেখানে সম্ভাবনা নাই।

কিরণ। তোমার মত স্ত্রী সঙ্গে থাক্‌লে বিপদ্ সম্পদ্ বলে বোধ হবে। মনোরমে, আর দেরি ক'র না। মেজ বৌমা এ দিকে আসচে। আমি নৌকার ঠিক হল কি না জেনে আসি।

[কিরণের প্রস্থান।

(মৃন্ময়ীর প্রবেশ।)

মৃন্ময়ী। দিদি! একি সর্ব্বনাশ হলো। তরুর মনে কি এই ছিল? (ক্রন্দন)

মনোরমা। দেখ্‌, বোন্! আমিই ত এই সর্ব্বনাশের মূল। এ রাক্ষসী কেন মার পেটেই মরেনি। আমার জন্যে স্বামীকে ঘর বাড়ী ছাড়তে হলো, দেওর জা অসুখী হলো, শেষে সোনার-সংসারে আমা হতেই আগুন লাগলো। ঘর-ভাঙ্গা ঘরের মেয়ে, এ অপযশ্—এ কলঙ্ক কি রাখবার জায়গা আছে। যম কি আমায় ভুলেছে?

মৃন্ময়ী। দিদি কেঁদে আর কি করবে বল। বেটা-ছেলে মেয়েমানুষের বাধ্য হলেই ঘর সংসারে দ পড়ে। একটা ছুতো করে ত গিন্নি হতে হবে। তুমি যে রকম আমাদের মার মত কর, তাও একবার তরু ভাবলে না।

মনোরমা। আমি আর কি কত্তে পাল্লুম বল।

মৃন্ময়ী। দিদি মাথা খাও আর কেঁদোনা, আমি একবার ঠাকুর-পোর কাছে যাচ্চি, দেখি কি কত্তে পারি।

মনোরমা। তোমার ভাসুর আর এক দণ্ড থাকবেন না বল্লেন।

মৃন্ময়ী। তোমরা যেথায় যাবে আমিও যাব, যদি বাঁচি ত গোপালের বের-সময় আসা যাবে।

মনোরমা। তুই কার জিনিস! আজ কোথায় রাজার রাণী হয়ে ঘরে থাকবি, না একজন বিহনে তোকেও আমার জন্য ঘর বাড়ী ছাড়্‌তে হবে!

(ক্রন্দন)

মৃন্ময়ী। একবার দেওরকে বলিগে। যদি তার মন নরম কত্তে না পারি, তা হলে আমার কাপড় নিয়ে প্রস্তুত হই। ভাসুর যা বলেন, তুমি তাই করগে।

[মৃন্ময়ীর প্রস্থান।

মনোরমা। গোছ গাছ আর কি করবো, ঘরবাড়ী যখন ছেড়ে যাচ্ছি, তখন কেবল পরবার গুলো নিয়ে মা-কাত্যায়নীর চরণ দর্শন করে আসিগে।

যাবার সময় নরেন আর ছোট্ বউকে আশীর্ব্বাদ ক'রে চলে যাব। চখের জল ফেলব না, তাদের অমঙ্গল হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান

শৈল ও গদাধর আসীন।

গদা। যে কল খাটিয়েছি, আপদ বালাই সব বিদায় কর্‌বো। পথে কাঁটা বেধবার ভয় ঘুচাব। এখন চার ধল্লেই কেল্লা ফতে।

শৈল। তোমার মতন বন্ধু পেয়েছিলুম, তাই সব দিকেই জয়জয়কার। তোমার ঋণ কি এ জীবনে পরিশোধ কর্‌তে পারবো। পরেশ কিরণ দুটো আপদ বিদায় হলেই আমার মওড়া রাখে কে। গৃহশত্রু মা ভাই এদের বিদায় করেচি, এখন পাপকে দূর করে দিতে পারলেই লেটা চোকে।

গদা। আমায় অধিক বলা বেশীর ভাগ। আমি যখন তোমায় কথা দিয়েচি, তখন তোমার জন্য এই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ। এখন কাজের

কথা বলি শোন, আমি নরেনকে রাজি কর্‌চি। তুমি পরশু খত নিয়ে কুমদিনীর বাটীতে ১২টার মধ্যে তোমার যাওয়া চাই। এ কথা ভুলো না।

শৈল। নিশ্চয় যাব। তুমি কখন যাবে ?

গদা। আমি সেখানে সকাল বেলা যাব। আমি দলীলপত্র লিখিয়ে সব ঠিক্ ক'রে রাখ্‌বো, তুমি গেলেই টাকা পাবে।

[গদাধরের প্রস্থান।

শৈল। লোকে বলে—পাপ ক'র্‌লেই ভুগ্‌তে হয়, কিন্তু ঠিক্ তার বিপরীত দেখ্‌চি। পাপ পুণ্যে ত তফাৎ কিছুই নেই। আমার কাজ তোমার কাছে পাপ ব'লে বোধ হ'তে পারে, কিন্তু আমি পাপ কাজ ক'চ্চি কি পুণ্য কাজ ক'চ্চি, তা পরে কি বুঝ্‌বে ? কিরণ ভায়া পুণ্য ক'রে ত ধর্ম্মের ঝুড়ি ঘরে বোজাই ক'ল্লে এখন তাকে ঘরবাড়ী ছাড়্‌তে হ'ল। আজকাল ধর্ম্মকর্ম্মের মুখে আগুন।

(নরেনের প্রবেশ)

নরেন। শৈলদা! তুমি ত দাদা সব শুনেচ ?

শৈল। তুমি যে এতদিনের পর বুঝ্‌তে পেরেচ, তাই তোমার পক্ষে মঙ্গল। আমি তোমার জ্ঞাতি; আমি এতদিন বলিনি, পাছে তুমি অন্য রকম ভাব।

নরেন। আমি সব লোক চিনিচি! তাই বুঝি—দাদা! তোমায় কাছে আস্‌তে বারণ ক'র্ত্তেন।

শৈল। তা ত করবারি কথা। এখন কি বলেন?

নরেন। ব'ল্‌বেন আর কি? এখন যদি সহজে না বিদায় হন, আপনাকে একটু প্রকাশ্যে সাহায্য ক'র্‌তে হবে।

শৈল। না যায়, ঘাড় ধ'রে বার ক'রে দেবে, ঘর বাগান তোমার নামে; বিষয় তিনভাগ তোমার নামে। যদি আক্কেল থাকে ত ঘাড় হেঁট ক'রে চলে যাবে।

নরেন। যদি জোর করে, তা হ'লে কি ক'র্‌বো?

শৈল। জুতো মেরে বিদায় কর্'বে। শেষ রক্ষা আমি ক'র্‌বো।

নরেন। কাল সকাল বেলা একবার যদি বেড়াতে বেড়াতে যাও তা'হলে আর আমার ভয় থাকে না।

শৈল। ভয় কি! তুমি ছেলে মানুষ তাই ভয় খাচ্চ,

আচ্ছা, আমার ডাক্‌'তে পাঠিয়ো, আমি যাব।
আজ বড় রাত হয়ে'ছে, চল শোয়া জাগ্‌গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(অন্দরমহলস্থিত দালান)

মৃন্ময়ী ও তরুবালা আসীনা।

তরু। মেজ্‌দি! তোমার কি আজ অসুখ ক'রেচে?

মৃন্ম। আমাদের আবার অসুখ। যম কি আমাদের কখন ডাক্‌'বে, না, আমরা মর্‌'বো। যে জিনিস পেটে পুরিচি, আগে তাই হজম করি, তার পর মর্‌বার ভাবনা কর্‌'বো।

তরু। কি ক'র্‌বে বল, আমাদের কপাল মন্দ, তা না হ'লে এ সর্ব্বনাশ ঘ'ট্‌বে কেন।

মৃন্ম। কপালে যা ঘট্‌বার তা ত ঘটেছে, মনে ক'রে ছিলুম, যে ক'দিন বাঁচ্‌বো, তোমাদের দুজনের আশ্রয়ে থাক্‌'বো। তা এম্‌নি পোড়াকপাল, তাতেও বিধি বাদ সেধেচে। এখন কপালে যে কি হ'বে তাই ভাব্‌চি।

তরু। চিরদিন ত ভাই ভাই এক থাকে না, তার জন্যে তোমার দুঃখ কি বল। তুমি যখন যার কাছে থাক্‌'বে, সে তখন তোমায় মাথায় ক'রে রাখ্‌বে।

মৃন্ম। আমি যখন অমন জিনিস খেয়েচি, তখন এ পোড়া পেটের ভাব্‌না ভাবিনি। ঈশ্বর যখন সংসারে পাঠিয়েছেন, দিনান্তে এক মুটো ভাত কি আর জুট্'বে না। তোকে ছোট বোনের মতন ভাল বাসি, তাই তোদের সর্ব্বনাশের রকম দেখে কত কি ভাব্‌চি, আর মনে মনে কাঁদ্‌চি।

তরু। এতে আমাদের স্থুখ বই ত দুঃখ হ'বার কোন কারণ দেখি না। নিজেদের ইচ্ছামত কাজ কর্'তে পার্'বো। পরের ভাবনা আর ভাব্‌তে হবে না, ছেলেটাকে মনের মতন খাওয়াতে পরাতে পার্'বো। এ সব চেয়ে স্থুখ আর কি আছে ?

মৃন্ম। মার পেটের ভাই, যার চেয়ে বন্ধু জগতে আর নাই, সে ভাইকে পর করালি। তোর বে দিয়ে এনে, মেয়ের মতন যত্ন ক'রে তোকে মানুষ কল্লে ? এখন সেই দিদি তোর চক্ষুশূল হলো ?

কালের স্বধর্ম্মই বটে! সুখ দুঃখ এখন কি বুঝ্‌বি, দুদিন যাক্‌, তখন বুঝ্‌তে পার্‌বি।

তরু। এখন যা ভাব্‌'চ, তখন কিন্তু বল্‌তে হবে, "যে তরু বেশ সুখে আছিস্‌"?

মৃন্ম। দেখ্‌চি তোর মতিভ্রম হ'য়েচে। তা নইলে অমন দেবতুল্য ভাসুরের মনকষ্ট দিবি কেন। ভদ্রলোক বড় মানুষের মেয়ে হ'য়ে এত নীচতার পরিচয়! এতে কি তোর ভাল হবে!

(নরেনের প্রবেশ।)

নরেন। মেজ বউদি, তোমার সঙ্গে এখন দেখা হ'য়ে ভালই হ'ল। আপনি ত সব শুনেচেন।

মৃন্ম। আমার মাথামুণ্ডু আর শুন্‌বো কি। তোমাদের অমঙ্গলের কথা শুন্‌লে প্রাণ কাঁদে, তাই ভাল মন্দ শুন্‌লে ছুটে বল্‌তে আসি। এখন তোমরা বড় হয়ে'চ, এখন কি আমার মতন সামান্য স্ত্রীলোকের কথা আর থাই পায়।

নরেন। কথার মতন কথা হ'লে কেন শুনবো না? তবে আমরা বেটাছেলে, আপনাদের চেয়ে অনেক

বুঝ্‌তে পারি। এখন একটা কথা বলি, যদি ভাল লাগে ত কর। আমাদের পৈত্রিক বিষয় সব আমার আর মেজদার নামে বেনাম করা আছে। দাদার কারবার শেষ হ'লে, মেজদা দু-চারবার দাদার নামে লিখে দেবার কথা ব'লে ছিলেন; কিন্তু মেজ্‌দা তারপর ব্যায়রামে পড়ায় লেখাপড়ার কথা আর ওঠেনি। এখন দাদা, তোমার ও আমার অনুগ্রহ ভিন্ন কিছু পেতে পারেন না। আমি তার ব্যবহার দেখে এক কপর্দ্দক দিব না স্থির করিচি। এখন আপনার সম্বন্ধে কি কর্‌বেন।

মৃন্ম। নরেন! তুমি কি পাষণ্ড, তোমার শরীরে কি মায়া মমতা নাই। ছেলে বুড়ো সকলে তোমার এই কুৎসিত ব্যবহার শুন্‌লে একমনে তোমার অমঙ্গল প্রার্থনা কর্‌বে। নৃশংস চণ্ডালও তোমার আচরণে ব্যথিত হবে। মৃত্যু-কালে তোমার মেজ্‌দা যা ব'লে গেছ্‌লেন, তা কি সমস্ত ভুলে গেলে! সামান্য অর্থলোভে অন্ধ হ'য়ে, পরের কুমন্ত্রণায় এই জঘন্য অমানুষিক ঘৃণিত কার্য্য ক'ত্তে উদ্যত হ'য়েচ। তোমার জ্ঞাতি-

দের দেখে কি তোমার চোখ ফোটেনি। আমায় কত উস্‌কেচে,—যাতে তোমাদের সঙ্গে মনান্তর হয়, তাও কি তুমি জান না! নরেন, এখন তুমি বুঝ্‌তে পারুচ না, এজন্য পরে কষ্ট পেতে হবে। তুমি যে পাপ কাজ কর্‌লে তার ফলভোগ কর্‌তেই হবে। লোকে তোমার নাম মুখে আন্‌তে সাহস কর্‌বে না। জনসমাজে তোমায় সকলেই ঘৃণা কর্‌বে।

নরেন। বাঁচ্‌তে গেলেই টাকার দরকার, বিশেষতঃ আপনি স্ত্রীলোক বুঝ্‌তে পাচ্চেন না।

মৃন্ম। আর তোমায় অধিক ব'ল্‌তে চাইনি, তোমাদের হাড়ির হাল হবে।

[মৃন্ময়ীর বেগে প্রস্থান।

তরু। মেজ বউ বড় গরম্‌ হয়েচে। বড় বউএর হ'য়ে ওকালতী ক'র্‌তে এসেছিলেন। আমাদের অভিসম্পাত দিতে কষ্ট হ'লো না, উনি কি না আমাদের হিত কর্‌তে এসেছিলেন? ও সব ঢের বুঝি।

নরেন। ও সব ওকালতীতে কি নরেন ভেজে।

এখন চল শুইগে। কাল যদি দাদা না যান, তবে তার ব্যবস্থা কর্‌বো। রাত ৪টার সময় কিন্তু উঠ্‌তে হবে।

[উভয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ।

চতুর্থ দৃশ্য।



(দেবালয়)

মনোরমা, মৃন্ময়ী ও কানাই আসীন।

মনো। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত) মাকে জন্মের মত দেখে নিই। মার যদি দয়া থাকে, আর মাকে যদি মা ব'লে ডেকে থাকি, তা'হলে কি মা তুমি আমাদের ফেলে থাক্‌তে পার্‌বে। (ক্রন্দন)

মৃন্ম। মা! জীবনটা কেঁদে কেঁদেই কেটে গেল। প্রাণ যখন অধীর হয়, তোমায় মা মা ব'লে ডেকে এ পোড়া মন্‌কে কত প্রবোধ দিই। কিন্তু মা! যদি হতভাগিনীর চোকের জলে তোমার মনে কষ্ট হ'ত, তা'হলে আমার জীবনের কান্না শেষ হ'য়ে যেতো। তুমি জগতের মা, কত লোক বিপদে পড়ে তোমায় বিপদবারিণী ত্রিতাপহারিণী বলে ডাক্‌চে, তুমি যদি একলা আমার মা হ'তে, তা'হলে কি

আর আমায় কাঁদ্‌তে হ'ত। আর আমি কাঁদ্‌বো মা। কেঁদে ত তোমার সাড়া পেলুম না। মা মা বলে হেসে তোমায় ডাক্‌বো ; তুমি তা'হলে অবশ্যই আমার হাসিমাখা মা-বুলিতে দয়া ক'র্‌বে। আমি আমার মার কোলে যেতে কষ্ট পাব না। মা মরবার সময় আমার হৃদয়ে সংসার চিন্তার পথ অবরোধ ক'রে দাঁড়িও, তোমায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোমাতেই যেন আত্মসমর্পণ ক'ত্তে পারি।

মনো। কানাই! আমরা মাকে প্রাণ ভ'রে দেখে নিই। তোর কাকা ও কাকীমাকে একবার ডেকে আন। যাবার সময় তাদের দেখে যাই।

[কানাইয়ের প্রস্থান।

মৃন্ম। পুরুতঠাকুর! দিদিকে অর্ঘ্য দিন।

(পুরোহিত কর্ত্তৃক অর্ঘ্য-প্রদান)

(যশোদার প্রবেশ)

যশো। ঘোষ-বংশের গৃহলক্ষ্মী এত দিনের পর ছাড়্‌'লো। কেউ যদি অভুক্ত হয়ে বাড়ীতে

আস্‌তো,মা আমার না খেয়ে তাকে পেট ভোরে খাওয়াত, কেউ কোন দায় জানালে লুকিয়ে তার দুঃখ দূর কত্তেন। মা তুমি চ'ল্লে আমাদের দশা কি হবে!

মনো। আশীর্ব্বাদ করুন। তরু যেন হাতে নো রেখে একা এক্‌স হ'য়ে সব বজায় রাখে। তোমাদের মা ভাব্‌না কি, তোমরা যেমন আস্‌তে তেমনি এসো, তরুকে দেখো।

(তরুর প্রবেশ)

তরু। তোমরা আজই চল্লে।

মনো। তোমার ভাসুর যখন যেখানে যাবেন, আমায় তখনি সেখানে যেতে হবে। তোমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে তোমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রেই নৌকায় উঠ্‌বো।

তরু। বজ্‌রা ক'রে কোথায় যাবে।

মনো। তাঁর যেথা মন যাবে, আমি তা কি ক'রে জান্‌বো। তরু, অনেক দিন এক সঙ্গে কাটিয়েচি, আমি মনে জ্ঞানে তোদের যাতে অকল্যাণ হয়, তা করিনি; যদি কখন ভুলেও কোন কিছু

বলে থাকি, তা বড়্দি বলে কিছু মনে করিস্‌নি।

মৃন্ম। আজ তোদের কত কড়া কথা বলিচি। আপনার ব'লে বলিছিলুম, তার জন্যে রাগ করিসনি ত ?

তরু। বল্‌তে ত আর কসুর করনি ! সে সব আর তুলে কি দরকার ?

মনো। আমি নয় দুষ্ট বজ্জাত, মৃন্ময়ী বজ্জাত হ'লেও আমরা কেউ ওকে ফেল্‌তে পার্‌বো কি ? ওর কথায় বোন কিছু মনে করিস্‌নি।

তরু। তোমরা কি ঝিটাকে অব্‌ধি নিয়ে চল্লে।

মনো। দেশ ছেড়ে যখন যাচ্চি, তখন আর ঝি-চাকর আমার দরকার কি ? ঝি গেলে যদি সং-সারে কষ্ট হয় , তা নয় ঝি থাক।

ঝি। না মা আমি থাক্‌বো না। কানাইকে মানুষ করিচি, কেমন করে কানাইকে ফেলে থাক্‌বো।

তরু। মার চেয়ে পাড়া পরশীর দরদ বেশী হবার ত কথাই। তুই যা দেখি, বাবুকে বলে তোর জায়গা জমী সব কেড়ে নেয়াবো। বেটীর দরদ যেন গড়িয়ে পড়্‌চে, দেখে হাড় জ্বলে যায়।

ঝি। আমার তিনকুলে বাতী দিতে কেউ নেই,

জায়গা জমীতে দরকার কি? কানাই বেঁচে থাক্, রাজা হৌক্, আমি একমুটোর জন্য ভাবিনা!

(নরেনের প্রবেশ)

নরেন। এখানে এত গোলমাল কিসের?

তরু। ঝি বেটীর আস্পর্দ্ধা দেখ না! বেটী এখনো লোক চেনেনি।

নরেন। কি হয়েচে?

মৃন্ম। ঠাকুর-পো কিছু ত হয়নি ভাই, তবে তরু ঝিকে যেতে বারণ কর্‌ছিল। ঝি বল্লে কানাইকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্'বো না।

মনো। ঝি তুই না থাক্, তরুর কষ্ট হবে।

তরু। কত দরদের দরদী গা। নিজের কষ্ট হবে না ব'লে, তরুর ভাব্‌না ভেবে ভেবে সারা হলেন।

মনো। তরু সোজা কথায় কেন বোন মন গরম করিস্। আমরা চলে যাচ্চি; আর হয়ত দেখা হবে না। যাবার সময় কি দুটো হেসে কথা বল্‌তেও নেই?

তরু। হেসে কথা কইবার কি পথ রেখেচ!

মৃন্ময়ী। দিদি কথা যত বাড়াবে তত বাড়্‌বে।

তরু কি তোমার ভালটা দেখবে। তোমরা বিদায় হয়ে গেলেই প্রাণের হাসী হাস্‌বে।

মনো। ঠাকুর-পো তবে ভাই চল্লুম, দীর্ঘজীবী হও, গোপাল রাজা হোক, বেঁচে থাকি ত গোপালের বের সময় আসবো। ভাই তোমাদের ঢের কষ্ট দিয়েচি, বোন বলে কিছু মনে করো না।

(কিরণের প্রবেশ)

কিরণ। (প্রণাম করতঃ) মা কাত্যায়ণী! মা তারা! মা তোমায় মন খুলে মা বলে ডাকৃলে তার কি ভবযন্ত্রণার ভয় থাকে। মা যেখানেই যে অবস্থায় থাকি, যেন এ জীবনে মা বুলি ভুল্‌তে না হয়। (নরেনের প্রতি) ভাই নরেন! দেশে সকলেই বাবাকে খাতির ও মান্য কর্‌তো, যাতে বংশের সম্মান ও গৌরব নষ্ট না হয়, লোকে তোমার নিন্দা না করে তা করো। পরের কুমন্ত্রণায় যেও না। সম্পদে অনেক বন্ধু হবে, কিন্তু ভাইএর ভাই কেউ নাই! বউমার যেন কোন কষ্ট না হয়। দেখো, গোপালের লেখা-পড়ার উপর নজর রেখো। মা কাত্যায়নীর পূজাদি নিয়মমত যাতে হয়, তা দেখো; তাঁর

উপর প্রগাঢ় ভক্তি রেখো, তা হ'লে তোমার আর কোন অমঙ্গল ঘট্‌বে না। কত দিনের জন্যে যাচ্চি, একবার দাদা বলে হেসে কথা ক, যদি বাঁচি ত দেখা হবে, নয়ত এই জীবনের শেষ আলিঙ্গন।

মনো। ভাই নরেন, তরু, তোমরা কিছু মনে করো না। মানবের যদি সব গুণ থাক্‌তো ত তা'হলে দেবতা আর মানুষে তফাত থাক্‌তো না। যদি কখন আমরা তোমাদের অযত্ন করে থাকি, সেটা ধরোনা। ঘৃণা হিংসা বা তাচ্ছল্য ক'রে কখন অযত্ন করিনি; তোমাদের ভালবাস্‌তুম, মানুষ করিছিলুম, তাই কানাইকে যেমন তাড়না করি, যেমন বকি, যেমন গালাগাল দিই, সেই রকম করিচি। মনে বুঝ্‌লে সে অযত্নেও সুখ ছিল। সে গালে মঙ্গল বই অমঙ্গল হত না। সে তাড়না ভালবাসার তাড়না। যা'হোক যদি কোন দোষে দুষী হই, দিদি বলে সে সব ভুলে যেও। তরু স্বামীকে যত্ন আয়ত্তি করিস্। গোপালকে মারিস্ ধরিস্‌নি। সংসারের চার দিকে চোক রেখে কাজ করিস্।

স্বপ্ন। তরু, সাধের ছোট বউ—আমার কথা ধরিস্‌ নি, তোদের মেজো ভাসুর যে পথে গেছে, আমিও যেন সে পথে শীঘ্র যেতে পারি।

[সকলের প্রস্থান।





তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুমুদিনী ও গদাধর আসীন।

গদা। দিন নেই, রাত নেই, ঘুরে ঘুরে নাকাল হলুম, এর ফল যা হবে তা বুঝ্‌ছি, কলা দেখিয়ে গলায় না হাত দিয়ে তাড়ায়।

কুমু। আমি বেশ্যা ব'লে কি এত অবিশ্বাসের পাত্রী! মন ত দেখাবার নয়, কিম্বা ইচ্ছা ক'র্‌লেই খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া যায় না। মনে যা আছে তা ঈশ্বর জানেন, ঢাক বাজিয়ে কি ক'র্‌ব বল?

গীত।

সইতে পারি না, মনেরি যাতনা,
মনাগুনে আমি জ্বলি দিবানিশি।
প্রেম-আলাপন, প্রাণেরি রতন,
পাইব কি কভু তারে ভালবাসি।

গদা। দেখ ভাই! যেন গায়ে গায়ে শোধ দিও না।

কুমু। কেন আমায় কি তোমার মনে ধরে না ?

গদা। আমার মাথা খাও, বল রাগ ক'র্‌বে না ?

কুমু। তোমার উপর কি রাগ ক'র্‌তে পারি। তোমায় দেখ্‌লেই যখন প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তখন অত গৌরচন্দ্রিকা কেন, যা বল্‌বার বলে নাও।

গীত।

এ জীবনে তব দাসী হয়ে রব।
শয়নে স্বপনে, সদা জাগরণে
তোমারই চরণ পূজিব ॥
স্বদেশে বিদেশে, তার আসার আসে,
পথ পানে চাহি রহিব।

গদা। পরেশ কি আর কিছু রেখেছে, আঁটি সার ক'রে ছেড়ে দিয়েছে। তবু ঠিক কথা বল্‌তে কি— তোমায় দেখ্‌লে অনেক বেটার মাথা ঘুরে পড়ে।

কুমু। এটা ভাই হ'য়ে থাকে, তার পর চল দুজনে কাশীতে ভেসে পড়া যাক্, দু-মুটো অন্নের সংস্থান ত আছে, আর কিসের ভাবনা।

গদা। এত অনুগ্রহ, বিধুমুখি! কি প্রাণের কথা কইছ ? একটা প্রাণ ক'জনে ভাগবাঁটরা

ক'র্‌বে, বল! তোমাদের মায়া ত বুঝবার যো নেই।

কুমু। দুদিন বাদে বুঝ্‌তে পার্‌বে। তখন ভাল ক'রে পরীক্ষা নিও।

গদা। পরীক্ষা!—এক আঁচড়ে টের পেয়েছি, কাশীর কথা তুল্‌তেই আমার পিলে চম্‌কে গেছে।

কুমু। কেন কাশীতে ম'লে শিব হবার ভয় কর নাকি?

গদা। মর্‌বার ভয় করিনি, কাশীতে তিলকমাটি গঙ্গামৃত্তিকার ত অভাব নাই, ষাঁড়েরও ছড়াছড়ি। বেঁচে থেকে দুজনায় বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা হ'য়ে ষাঁড়ে চড়্‌তে না হয়।

(পরেশের প্রবেশ)

পরে। বলি, গদাধর কতক্ষণ এয়েছ?

গদা। (মাথা চুলকাইতে ২) এই আস্‌ছি, তোমায় দেখ্‌তে না পেয়ে চ'লে যাচ্ছিলুম। কুমদিনীর জেদে তোমার জন্য অপেক্ষা কর্‌চি।

কুমু। আমি এখন খাবার যোগাড়ে চল্লুম।

[প্রস্থান।

গদা। দেখ পরেশ! আমি সব যোগাড় ক'রেছি, বল্‌ব কি কুমুদিনী তোমার নাম শুনেই অমনি টাকা দিতে প্রস্তুত, আমি বল্লুম, পরেশ বাবু তোমায় অবিশ্বাস করে না; বিশেষতঃ টাকা-কড়ি তিনি অমনি কেন নেবেন?

পরে। ঠিক্ ব'লেছ। তুমি বুদ্ধিমান, তোমায় ত আর শেখাতে হবে না, আমি আজ শুধু কথায় টাকা ল'ব, কাল ম'রে যাই ত বেচারির টাকা ডুবে যাবে।

গদা। কুমুদিনী তোমা বই জানে না। সে বলে ওর জন্য সব যাক্ তাতে ক্ষতি নাই!

পরে। কুমুদিনীর উচ্চ অন্তঃকরণ, তাই অমন বলে।

গদা। টাকাটা ফেলে দাও, তার পর শৈলের সঙ্গে বোঝাপড়া হ'বে। বিষয়টা কুমুদিনীর নামে কেবল রহিল। লেখাপড়াটা নাম মাত্র। কুমুদিনী আর টাকা চেয়েচে। এ লেখাপড়া তোমার জেদেই হ'চ্চে।

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ।)

এই যে শৈলবাবু এসেছেন। ভায়া আমার খুব হুসিয়ার, খতপত্রগুলো এনেচো ত।

শৈল। খত আনি—আর নাই আনি, সে খবরে দরকার কি ? টাকা দিলেই খত পাবে।

পরে। ভয় নেই কেউ কেড়ে নেবে না। টাকা মজুত না ক'রে কি খত আন্‌বার কথা গদাধর ব'ল্‌চে।

শৈল। মেজাজটা বড় গরম দেখ্‌চি। টাকা না দিয়ে এত, টাকা দিয়ে না জানি হাতে মাথা কাট্‌বে।

পরে। টাকাটা ত অমনি দাও নি, ভিক্ষেও চাই নাই, টাকা ধার নিয়েচি, সুদ শুদ্ধ ধ'রে দেবো।

গদা। তর্কের দরকার কি ? কুমুদিনীকে ডাক, কাজটা শীঘ্র চুকিয়ে ফেলা যাক্‌।

পরে। টাকা ফেলে দিতে পার্‌লে আমি ত কোন্‌ ছার, আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার পায়।

[পরেশের প্রস্থান।

গদা। দেখ শৈল, ভায়াকে নীলবানরটী সাজিয়ে যখন ছাড়্‌বো, তখন ভাই বুঝ্‌বে যে, কেমন লোকের পাল্লায় পড়েছিলেন। এখন টাকাটা বেরুলে আমার হাড়ে বাতাস লাগে।

(পরেশ ও কুমুদিনীর প্রবেশ।)

কুমু। টাকা ত এনেচি। বাবু একবার হিসাবটা দেখুন।

শৈল। এই নাও হিসাব।

পরে। গদাধর ভাই, হিসাব মত কড়াক্রান্তি ফেলে দাও।

(শৈলর হস্তে টাকা প্রদান, পরেশকর্ত্তৃক কুমুদিনীর নামে কবলা লিখন, শৈলর নামীয় খতখানি কুমুদিনীকে প্রত্যর্পণ।)

পরে। বাঁচ্‌লুম বাবা! হাড়ে বাতাস লাগ্‌লো, পূর্ব্বপুরুষ উদ্ধার হ'লো।

কুমু। এতদিন আমায় ব'ল্লে ত ও সমস্ত লেটা কবে চুকে যেত।

পরে। সেটা আমার আহাম্মুকী। যাক্! এখন একবার গঙ্গায় নেয়ে বাঁচি।

[পরেশের প্রস্থান।

গদা। কুমুদিনী, এখন ত কাজ ফতে কল্লুম। এখন দুদশ দিন খুব যত্ন ক'রে পরেশকে রেখে দিও, তোমার নামজারির দরখাস্তটা পাঠিয়ে তার পর পরেশের মাথা খাওয়া যাবে।

শৈল। খারিজের জন্য ভাব্‌তে হবে না। তবে একটা গোড়া-বাঁধা দরকার। কাল হ'তে একটা দ্বারওয়ান পরগণার কাছারীতে বসুক, আর নায়েবের উপর হুকুমজারি কর, যাতে কুমুদিনীর নাম সেরস্তায় পত্তন হ'য়ে প্রজার কবচে জমিদার মালিক বলে ওঠে। কি বল কুমুদিনি, এ সব ত ক'ত্তে পার্‌বে!

কুমু। আমরা বেশ্যা, আমাদের আর দয়ামায়া ক'ল্লে চলে না। যে যতক্ষণ দিতে পার্‌বে, তাকে সোণার চাঁদ হাতে দেবো; পয়সা ফুরিয়ে এলে সম্বন্ধ ফুরুবে। যে রকম ব্যবস্থা ক'ল্লে, ভবিষ্যৎ মাম্‌লা মোকদ্দামা না হয়, তাই কর।

গদা। আমাদের সঙ্গেও সেই রকম ব্যবহার ক'র্‌বে নাকি?

কুমু। সকলের সঙ্গে এক রকম ব্যবহার সম্ভবে না।

শৈল। তিন চার দিন বাড়ী ছাড়া, আজ বাড়ী যেতেই হবে, এখন তবে আসি।

গদা। আমিও এখন চল্লেম।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ম্যাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব, ইন্‌স্পেক্টর, দারোগা, কিরণ ও দস্যু-সর্দ্দার।

ইন্‌স্পে। খোদাবন্দ! দস্যুর উপদ্রবে প্রজাগণ সদাই সশঙ্কিত। অনেক চেষ্টা ক'রে এই বদ্‌মায়েসকে ধ'র্‌তে পেরেছি—হুজুরের কাছে হাজির ক'রেছি।

ম্যাজি। বড় তারিফ কো বাত হ্যায়! তোম্‌লোগ ঘুম জাতা, কুছ দেখ্‌তা নাই? হাম্ সব্ আদ্‌মিকো সস্‌পেণ্ড করেগা।

ইন্‌স্পে। হুজুর! গোস্তাগী মাফ্ ক'র্‌বেন। (কিরণকে দেখাইয়া) এই ব্যক্তি অল্পদিন হইল পূর্ব্বদেশ হইতে এসে এখানে বাস ক'র্‌ছেন। ইঁহার বাটীতে কাল রাতে ডাকাতি হয়। ইনি অসীমসাহসে একাকী দশজন ডাকাতের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তারপর দস্যু-সর্দ্দার করমচাঁদকে গ্রেপ্তার ক'রেছেন।

ম্যাজি। বাঙ্গালা মুলুক্‌মে অ্যায়সা লোক্ হ্যায়! হাম্‌লোগ্ বহুত খুসী হুয়া। দারোগা লোগ্

কুচ্ কাম্‌কা নেহি। সব আদ্‌মীকো জারিমানা হোগা।

দারো। দোহাই সাহেব, কসুর মাফ ক'র্‌বেন। আমাদের চেষ্টার ত্রুটি নাই। গরীবদের মার্‌বেন না।

ম্যাক্সি। চুপ্ রও। (কিরণের প্রতি) বাবু, হাম্ তুমকো reward দেগা, কোম্পানীকো অ্যায়সা হুকুম হ্যায়।

কিরণ। হুজুর—সাহেব! বহুত্ বহুত্ সেলাম। আমি রাজ-সরকার হ'তে কোন রকম পারিতোষিকের আশা করি না। হুজুরের অনুগ্রহ থাকিলেই যথেষ্ট মনে ক'র্‌ব। পিতা আমায় বহুদিন অস্ত্র-শিক্ষা আর রাজনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ান। তিনি আমায় এই শিখিয়েছেন যে, উপকারের প্রত্যাশা না ক'রে প্রাণপণে পরের উপকার ক'র্‌বে। আমি তাঁহারই আদেশ পালন ক'রেছি।

ম্যাক্সি। তুমার বাপ্‌কো নাম?

কিরণ। ৺ নিত্যানন্দ ঘোষ, যিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কোম্পানীর সরকারে সেরেস্তাদার ছিলেন।

ম্যাজি। নিত্যানন্দকো হাম্ বহুত দিন্‌সে জান্‌তা থা। ঘোষজা কোম্পানী বাহাদুরকা নিমক্‌কা নৌকর থা,উস্ মাফিক আদ্‌মি ঔর নাহি মিল্‌তা। তুম্‌রা বাপ্‌কো যো post থা, হাম্ তুম্‌কো ওই post দেগা। দেখো, তুম্ হাম্‌রা কাছারী যাও, তুম্ সেরেস্তাদারকো কাম্ করেগা, ঔর্ ১০ হাজার রূপেয়া বক্‌সিস্ মিলেগা।

কিরণ। হুজুর! আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করেছি। আপনি অনুগ্রহ ক'রে কাজ দিলেন, তাই আমার যথেষ্ট। নগদ টাকা নেবার ইচ্ছা করি না। আমি, আমার বাবাও সকলেই সরকারের খেয়ে মানুষ হ'য়েছি। আমি নগদ টাকা চাই না, সে জন্য আমার কসুর মাপ ক'র্‌তে আজ্ঞা হয়।

ম্যাজি। বাবুজি, তুম্ খুব জবর আদ্‌মী হ্যায়, হাম্ সরকার বাহাদুরকো বোল্‌কে তুম্‌কো হাকিম কর্ দেগা। চল বাবু, হাম্‌রা সাথ চল।

ইন্‌স্পে। খোদাবন্দ! এ দস্যুদের উপর কি হুকুম।

ম্যাজি। পায়ে জিঞ্জির দেকে সাত বরস্ ফাটক দেও।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।



তরুবালা, নরেন ও নশীরামবাবু।

তরু। টাকাকড়ি আদায় আমদানী ত এক রকম বন্ধ হ'য়েচে। আমলারা যা ইচ্ছা তাই ক'র্‌চে। সাম্‌নে লাটবন্দীর কিস্তি মবলগ টাকা দিতে হবে। তুমি কি নাকে সর্‌ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্চো।

নরেন। এক রকম তাই বটে। আমি একা, চারটে চোখ ত ক'র্‌তে পারিনি। শুধু ত বিষয় কর্ম্ম দেখা নয়। সংসারের কুটনোকোটা থেকে চণ্ডীপাঠ অবধি ক'র্‌তে হ'চ্চে। তুমি ত রোগা এখনো গায়ে জোর পাওনি, তোমায় কেমন ক'রে সংসার দেখ্‌তে বলি বল।

নশী। তরুর কি হ'য়েচে।

নরেন। অরুচি, খেতে পারে না, নড়্‌লে চড়্‌লে হাঁপায়।

তরু। ওঁর যেমন কথা। আমাকে উনি নড়্‌তে দেবেন না, তা আমি কি ক'র্‌বো বল।

নরেন। ভাইকে দেখে বুঝি রোগ লুকুনো হ'চ্চে।

তোমায় ত একদিনও অসুখ ছাড়া দেখ্‌লুম না।
আমার যেমন পোড়া কপাল!

তরু। বোকার মতন কি যে বল, তার মাথা মুণ্ডু নেই। এখন কাজের কথা শোন, দাদা এসে-ছেন, ওঁর হাতে সব বিষয় ফেলে দাও, তা না হ'লে সব মাটী হ'য়ে যাবে।

নরেন। আমিও তাই ভাব্‌ছিলুম। এর মধ্যে ত প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা দেনা ঘাড়ে চেপেচে। এখন দাদাই যা করেন।

নশী। দেনার জন্যে ভয় কি? বিষয় আছে, দুদিনে না হয় দুবৎসরে ঋণ শোধ হবে। তবে একটা কথা এই যে, টাকাকড়ির ব্যাপারে আপনার লোক হাজার কল্লেও কি, নরেন ভায়া তোমার মন উঠ্‌বে।

তরু। দাদা তুমি ও কি ব'ল্‌চ! ওঁর মন না উঠে ত ব'য়ে গেল, তা ব'লে তুমি কি তোমার বোন্‌কে পথে ব'স্‌তে দেখ্‌বে।

নশী। আমি কি তাই ব'ল্‌চি? আমি থাক্‌তে কি তোদের টাকা বর্‌বাদ হ'তে পার্‌বে।

নরেন। তুমি আমার বড় দাদা,. আমি কি তোমার

উপর কর্ত্তামি ক’র্‌তে পার্‌বো! তুমি যা ক’র্‌বে তাই হবে, আমাতে তোমাতে কি কোন তফাৎ আছে।

নশী। আমি দেখ্‌লে শুন্‌লে তোমার জ্ঞাতিদের চোক্‌ টাটাবে। তোমার দাদা শুন্‌লেই বা কি ব’ল্‌বে।

নরেন। তাদের কথা কি গ্রাহ্য করি। তুমি হ’লে মাগের দাদা, তারা হ’ল কেউ স্থবাদে দাদা, কেউ বা মার পেটের ভাই। মার পেটের ভাই কি ভায়ের মধ্যে ধর্‌ত্তু বিব?

নশী। তোমার দাদা এখন কোথায়? তার কি খবর পেয়েচ?

নরেন। না?

নশী। তিনি কি শীঘ্র দেশে ফির্‌বেন।

নরেন। দেশে ফিরেও তার যে ফল, না এলেও তাই। এ সব ভাব্‌বার দরকার কি?

নশী। কথার কথা তাই জিজ্ঞাসা কচ্চি।

তরু। দাদা, ও সব কথা এখন রাখ, আজ থেকে যাতে বিষয় কাজ দেখা শুনো ভাল রকম হয়, তাই কর। ওঁর কি মাথার ঠিক আছে?

নরেন। মা ঠাকুরুণকে আনালেও হয়।

নশী। ঘরবাড়ী ছেড়ে মা কি ক'রে আস্‌বে বল !

তরু। এ বাড়ী কি মার বাড়ী নয়। মার কাছে মেয়ে আর ব্যাটা কি ভিন্ন ?

নরেন। তোমার বোনের কষ্ট হ'চ্চে শুন্‌লে তিনি কি চুপ্ ক'রে থাক্‌তে পার্‌বেন।

তরু। তবে তুমি একদিন গিয়ে যত্ন কল্লেই তিনি আস্‌বেন।

নশী। চল, এখন বাহিরে গিয়ে কিস্তির বন্দেজ করা যাক্। তরু আমাদের খাবার হ'লে ঘরে চাপা দিয়ে রাখ্‌তে ব'লে দিও।

তরু। উনি বামনকে ব'লে যান, আমি শুইগে।

[সকলের প্রস্থান।



চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

(সদর রাস্তা)

পরেশ ও দ্বারবান্ আসীন।

পরেশ। আমার অন্নে এতদিন মানুষ হ'লি, এখন বেটা সব ভুলে গেলি।

দ্বার। হাম জিস্‌কা জব্ নিমক খাগা ও বক্‌ত উস্‌কা কাম বাজায় গা, হামরা কসুর মাপ কিজিয়ে?

পরেশ। আমার বাড়ী, আমার টাকায় সব আছিস্, আবার কোন্ শালা দেবে!

[দ্বারবানের প্রস্থান।

(পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া) দ্বারবান্‌জী! একটা কথা রাখ, একবার দেখা ক'রে দুটো মনের কথা ব'লে আসি। আমি এতদিনের পর গদাধরের ষড়যন্ত্র বুঝ্‌তে পার্‌লুম। বেটা ছুঁচ হ'য়ে ঢুকে ফাল হ'য়ে বেরুলো। ঈশ্বর থাকেন ত বেটা হাতে হাতে এর ফল পাবে। আমি নয় মাগ ছেলে নিয়ে পথে পথে ভিক্ষা ক'রে দিন

কাটাবো। কুমুদিনী বিশ্বাসঘাতিনী—তোমার কি নরক-যন্ত্রণার ভয় নেই, তোমাকে কি মর্‌তে হবে না? তোমার হৃদয় কি নরক অপেক্ষাও ভীষণ! দোষ কাকে দেবো, সব আমার কপালের দোষ; পরিবারকে অনেক কষ্ট দিয়িচি, তার এক এক বিন্দু অশ্রুপাত—

(মূর্চ্ছা ও পতন)

কেবলরাম আসীন।

কেবল। আজ বাড়ীতে যেতেই হবে, তিন দিন বাড়ী ছাড়া। দেশেও একটা মানুষ নেই, মাগ ছেলেকে একলা রাখ্‌তেও আর মন সরে না। গদাধর সেই আজকাল গাঁএর মোড়োল হ'য়েচে। শৈল—তার ত ব্যবহার শুনে শুনে আর তার ছায়া মাড়াতে ইচ্ছা হয় না। (রাস্তার উপর পরেশ শয়ান) রাস্তার উপর কে একটা পোড়ে গোঁ গোঁ ক'চ্চে দেখি দিকি। এ কি সর্ব্বনাশ! পরেশ বাবু যে, আমি না দেখ্‌লেই ত বেচারী অক্কা পেত! (নিকটে গিয়া শুশ্রূষা) বেচারী দেখ্‌চি অনেকক্ষণ পড়ে আছে। বোধ হয় হাতে মাথায় চোট লেগেছে।

পরেশ। (চেতনা পাইয়া) আমি কোথায়! আমার হিমু কৈ?

কেবল। পরেশ বাবু, কোন ভয় নেই, আমি কেবলরাম।

পরেশ। অ্যাঁ—গদা তুই এখনো এখানে, তোর মনস্কামনা কি সিদ্ধি হয় নি? (মূর্চ্ছা)

কেবল। গদাধর ত মেরে রাস্তায় ফেলে পালাইনি? অবশ্য! ও সেই গদাধরের নাম ক'রে মূর্চ্ছা যায় কেন? (বাতাস করণ ও একজন পথিককে জল আনিতে বলা) বেগতিক দেখি ত কোতোয়ালকে খবর দেবো। (মাথায় জলপ্রয়োগ)

পরেশ। গদা—জোচ্চোর, হারামজাদা বেটা আমায় ফতুর করে আমায় বেশ্যার সেবাদাস বানিয়ে এখন আমায় বাঁচাতে এলি, দূর হ বেটা!

কেবল। পরেশ বাবু! আমি গদাধর নই। আপনি রাস্তায় প'ড়ে গোঁ গোঁ ক'চ্ছিলেন, আমি দেখ্‌তে পেয়ে এসেছি। আপনি চুপ করুন, বেশী ব'ক্‌লে মাথা আরও গরম হবে।

পরেশ। বেটা, আমার মাথা খেয়ে—এখন মাথা ঠাণ্ডা ক'র্‌তে এসেছিস্। (মারিতে উদ্যত)

কেবল। দেখ্‌ছি, পরেশ ক্ষিপ্ত হ'য়েছে! এখন কি করি (পরেশের হাত জোরে ধরিয়া ভূমিতে শোয়ান ও পথিকের প্রতি) আয় ত ভাই, এ লোকটার বায়ের ব্যামো হ'য়েছে, একবার ধর।

পথিক। এ লোক কি আপনার সঙ্গে যাচ্ছেলেন ?

কেবল। আমার পরিচিত লোক, রাস্তার উপর গোঁ গোঁ আওয়াজ পেয়ে—দেখি যে ইনি প'ড়ে আছেন।

পরেশ। আমার হিমু কি ব'ল্‌বে! আমার কুৎসিত ব্যবহার শুন্‌লে—আমার মুখে যে লোকে থু থু দেবে!

কেবল। পরেশ বাবু! তোমার কোন চিন্তা নাই, তোমার বাটীর সব মঙ্গল। তুমি বেশী ব'কো না, আমি তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব, গদা এখানে নেই।

পরেশ। অ্যাঁ—গদা ব্যাটার হাত এড়িয়েচি ত! আমায় বাড়ী নিয়ে যাবে ত ? হিমুকে আমায় ক্ষমা ক'র্‌তে ব'ল্‌বে ? আমার মাথার দিব্বি, ঠিক্ ব'ল্‌বে ? বল, ব'ল্‌বো।

কেবল। তুমি ভেবোনা, আমি সব ঠিক্ ক'র্‌বো। চল, এখন বাড়ী যাই।

পরেশ। আমি একটা হেস্তনেস্ত না ক'রে—আর বাড়ী ফির্‌বো না।

কেবল। এখন চল, আরাম হ'য়ে—তার পর যা হয় ক'রো।

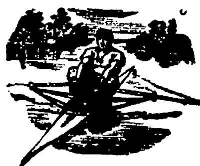
পরেশ। আর আমি কাকেও বিশ্বাস ক'চ্চি না। রোগের মতন ওষুধ হ'য়েচে। বিশ্বাস ক'রে—যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট ক'রিচি!

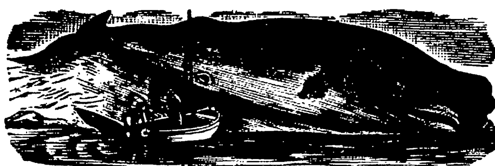
কেবল। কোথায় যাবে?

পরেশ। আচ্ছা, তবে বাড়ী চল। হিমু কি আর আমায় ভালবাস্‌বে? টাকা নেই যে যত্ন ক'র্‌বে! কুমুদিনীর মতন ত ক'র্‌বে না?

কেবল। আর ব'কোনা, চল।

[প্রস্থান।





চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(কক্ষ)

হেমাঙ্গিনী ও ক্ষীরোদা।

ক্ষীরোদা। যখন ব'লেছিলাম যে, শেলর কাছে গড়িয়ে পড়, তখন যে নাক সিট্‌কে ছিলে? এখন আমার কথা গুড়্‌লো ত?

হেমা। হবে আর কি! কপাল ত আর কেউ কারু কেড়ে নিতে পার্‌বে না? স্বামীর বিষয়, তিনি যদি জলে টেনে ফেলে দেন, তার আর আমি কি ক'র্‌বো।

ক্ষীর। ভুগ্‌তে হবে। না খেয়ে মারা যাবি।

হেমা। যাঁয় হাতে পড়িচি, তিনি যেমন ক'রে রাখ্-

বেন, তেমনি থাক্‌বো। দুঃখের ভাত নয় সুখ ক'রে খাব। স্ত্রীলোকের অর্থের দরকার কি ?

ক্ষীর। এখন তাই ব'লে মনকে প্রবোধ দে, উড়্‌তে না পার্‌লেই পোষ মানে। এখন হালে পানি পেলে না, তাই ভাতার-সোহাগী হ'চ্ছিস্ না কি ?

হেমা। তোমার মতন উড়তেও শিখিনি, শিখ্‌তেও যেন না হয়। স্ত্রী সচ্চরিত্রা হ'লে—আবার কোন্ কালে কার ভাতার তাকে ত্যাগ ক'রে থাকে ?

ক্ষীর। আর মুখ নাড়িস্‌নি, থাম্। ছোট মুখে—বড় কথা ভাল লাগে না।

হেমা। কেন, তুমি কি মার্‌বে ? আমি কষ্ট পাই, আর খেতে না পাই, তোমার ভাবনায় দেখ্‌চি ঘুম নেই, আর রোগাও হ'য়েচ।

ক্ষীর। বিষদাঁত ভাঙ্গ্‌লো, তবু ফোঁস্‌ফোঁসানিও ঘোচেনি ? কুমুদিনীর হাততোলায় যাকে থাক্‌তে হবে, তার আবার কথা কি—বিষ নেই কুলো-পানা চক্কোর! সতী-সাবিত্রীগিরি ফলাচ্চেন। সতী দেখে আবার আধকপালে ধ'রে গেল।

হেমা। আমি অসতী, আমায় নয় স্বামী ত্যাগ

ক'র্‌বে ; যে কষ্ট ত আর তোমায় ভুগ্‌তে হবে না ? কুমুদিনীর দাসী হ'লে—আমার মান বই পাড়া-পড়সীর মান যাবে না, যা কপালে আছে তাই হবে। এখন কাটা ঘায়ে মুনের ছিটের দেবার দরকার কি ? নিজের দুঃখু নিজে ভুগ্‌বো, তুমি নিজের চর্‌কায় তেল দাও গে না।

ক্ষীর। চর্‌কা একেবারেই ঘুরিয়ে দেবো। আমি যাচ্চি, এর পর শুন্‌বো, কার চর্‌কা কত তেল খায়, আর কত শক্ত।

[ক্ষীরোদার প্রস্থান।

হেমা। অল্প বয়সে বে হ'য়েছিল। শ্বশুরের কত আদরের বৌ ছিলুম, একদণ্ড নড়ে ব'স্‌তে হ'ত না, কারুর একটা কথা গায়ে সইত না ; এখন কুকুর ষিড়ালেও নাতী মেরে যাচ্চে ! স্বামিন্‌ ! আমি তোমার চরণে কি দোষ ক'রিচি, যে তুমি আমায় ভুলে—একটা রাক্ষসীর মায়ায় মোহিত হ'য়েচ ! শুন্‌চি, সে রাক্ষসী নাকি তোমায় পথের ভিখারি ক'রে তাড়িয়ে দিয়েচে, তবুও তুমি স্ত্রী ব'লে একবার

ভাব না ? স্ত্রী ছাড়া কি কেউ স্বামীর দগ্ধহৃদয় শীতল ক'র্‌তে পারে ! তোমার অপমান শুন্‌লে —আমি কি সুখী হই ? তোমার ঘর বাড়ী বিষয় সব গেছে, তাতে ক্ষতি কি, আমার ভাগ্যে ভগবান টাকা কড়ী বাড়ী লেখেন্ নি, তাই অপরের হাতে গেচে, তা ভাব্‌লে আর কি হবে ; আমি চিরদিন ত তোমার শ্রীচরণে দাসী হ'য়ে আছি।

(কেবলরাম ও পরেশের প্রবেশ)

কেবল। বউঠাকুরাণি ! পরেশ বাবু অসুস্থ হয়েছেন, দেখ্‌বেন, যাতে ভাল ক'রে সেবা-শুশ্রূষা হয়। বেশী কথা যেন না কন।

[কেবলরামের প্রস্থান।

হেমা। (পাকা লইয়া বাতাস দিতে দিতে) তোমায় বড় কাহিল দেখ্‌চি, কোথায় পড়ে গেছ্‌লে ? খানিক জিরিয়ে একটু গরম্ দুধ খাও।

পরেশ। হিমু—প্রাণের হিমু ! তুমি কোন্ প্রাণে এ কালসাপকে দুধ খাইয়ে বাতাস দিয়ে শুশ্রূষা ক'র্‌চ ?

হেমা। ছি ! ও কথা মুখে এন না। তুমি আমার ঈশ্বর, তুমি আমার জীবন। স্বামীর সেবা

কল্পা অপেক্ষা স্ত্রীর গৌরবের বিষয় কি আছে ? তুমি একটু জিরোও, সেরে ওঠ, দুজনে ব'সে ঢের কথা কইবো।

পরেশ। হিমু! আমি তোমার নিকট শত দোষে দোষী, তোমায় কত কষ্ট দিয়েচি। তুমি কি আমার দোষ মার্জ্জনা ক'র্‌বে না।

হেমা। স্বামী কি কখন স্ত্রীর নিকট অপরাধী হয় ? টাকা হাতের ময়লা আজ আছে, কাল নেই। আবার দুদিন বাদে আস্‌তেও পারে ; টাকা টাকা ক'রে ভেবে ফল্‌ কি ? স্বামীর আদর, স্বামিভক্তি কি টাকাতেই হয় ? তোমার মুখে হাসি দেখ্‌লেই আমার জীবনের সব কষ্ট দূর হবে, আকাশের চাঁদ হাতে পাব। তুমি তাড়িয়েই দাও আর মার, আমি তোমার। যত দিন বাঁচবো তোমার চরণে পড়ে থাক্‌বো। তুমি কি আমায় পায়ে ঠেল্‌তে পার্‌বে ?

পরেশ। উঃ! (দীর্ঘনিশ্বাস) এতদিনের পর প্রাণ ঠাণ্ডা হলো। যার ঘরে হিমুর ন্যায় গুণ-বতী স্ত্রী আছে, তাকে কি কোন কষ্ট পেতে হয়। জগৎ আমায় ঘৃণা করুক, আত্মীয়-

স্বজনে আমায় স্থান নাই দিক্, তাতে আমার ক্ষতি নাই! আমি যখন হেমের নির্ম্মল পবিত্র হৃদয়ে স্থান পেয়েচি, তখন আমি দুর্ব্বল-মনে বল পেলুম; ধনহীন পরেশের অর্থকষ্ট দূর হ'লো; ভগ্নহৃদয়ে সাহস ও শক্তির সঞ্চার হ'লো। হিমু! (চুম্বন) আমায় দিন দশেকের জন্য বিদায় দাও। বল, পূর্ব্বস্মৃতি ভুলে গেলে?

হেমা। তুমি সেরে ওঠ, তার পর দশদিনের জায়গায় বিশদিন গেলেও—চিন্তিত হবার কারণ থাক্‌বে না। এখন যেঁও না, আর যাবার দরকার কি? দুজনে প্রাণের কথা কয়ে দিন কাটাব, আর দুঃখের ভাত সুখ করে খাব। তুমি কাছ থেকে যেতে পারবেনা। যতদিন বাঁচবো, তোমায় কি ভুল্‌তে পার্‌বো?

পরেশ। আমার সব 'অসুখ দূর হ'য়েচে। আমি একবার চক্রান্তকারীদের দেখে ছেড়ে দেবো।

হেমা। তারা বদলোক, তুমি ভালমানুষ, তোমার যা যাবার গেছে; সে জন্য কষ্ট ক'রে কি হবে?

পরেশ। আচ্ছা, তুমি যা ব'লচ তাই হবে; কিন্তু দুদিন বাদে যেতে বারণ কর্‌বে না, বল।

হেমা। তুমি যা ক'রে সুখী হও—তাই করো, আমি বারণ ক'র্‌বো না। এখন আর বকোনা, শোবে চল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—ঃ০ঃ—

(কক্ষ)

নরেন ও তরুবালা আসীন।

নরেন। তরু শুনেচ, দাদা এতদিনের পর ভাই ব'লে এক পত্র লিখেচেন।

তরু। ভাসুরকে আমি দোষ দিতে পারি না, তিনি আমায় বউমা ব'ল্‌তে অজ্ঞান হ'তেন। দিদির জন্যেই ত আমরা তাঁর চক্ষুঃশূল হ'য়েচি।

নরেন। আমার অসুখের খবর কি ক'রে পেলে বল দেখি?

তরু। আমি কেমন ক'রে ব'লবো। এদেশে তাঁর ত

অনেক বন্ধুবান্ধব আছে, তারা লিখে থাক্‌বে।

নরেন। ঢাকার জলহাওয়া বড় ভাল, আমায় যাবার জন্য লিখেচেন।

তরু। ইচ্ছা থাকে ত যাও না?

নরেন। আর কি ভাল যায়গা কোথাও নেই, যে আমায় বড়-কত্তার অন্ন-ধ্বংসাতে যেতে হবে।

তরু। এ সব তোমার বউদিদির চাল, বুঝ্‌তে কি পার না?

নরেন। চিঠি পড়েই বুঝিচি।

তরু। তাঁর ভাতার অনেক টাকা রোজকার ক'চ্চে, আর কাকে দেখিয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা ক'র্‌বে বল।

নরেন। চাক্‌রি ক'রে আর কে কোথায় বড় মানুষ হয়েচে।

(নশীবাবুর প্রবেশ)

নশী। দেখ নরেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হ'তে ২ জন পাইক ও খানি তলবী পরওয়ানা নিয়ে এসেচে।

নরেন। দাদা ত ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আমার নামে কোন অভিযোগ করেন্‌নি?

নশী। ভায়া, সে সব কিছু ভেবোনা। তোমার দাদার মুরদ জান্‌তে ত আর বাকী নেই।

নরেন। জানি সব, তবে রাঙ্গা মেঘ দেখ্‌লে—কার না ভয় হয়?

নশী। শৈল, গদাধর ও কুমুদিনী নামে এক বেশ্যা, এই তিনজনকে খাড়া খাড়া হাজীর করবার হুকুম জারি হ'য়েচে।

নরেন। তা'হলে বুঝি পরেশ বাবু নালিশ ক'রে থাক্‌বেন।

নশী। শৈল বাবু বোধ হয়, তোমায় সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ ক'রে পাঠাবেন।

নরেন। তুমি কি ক'রে জান্‌তে পার্‌লে।

নশী। নৈবিত্তির আয়োজন দেখেই বুঝ্‌লুম, পরেশ বাবু মহাষ্টমীর আয়োজন ক'রেচে। ব্যাপারটা খুব গড়াবে দেখ্‌চি।

তরু। যেতে ব'ল্লে কেমন ক'রে না গিয়ে থাক্‌তে পার্‌বে বল।

নরেন। আমার শরীরটা বড় খারাপ হ'য়েচে। আবার যেখানে যাব, সেখানে ত দাদা-দিদির দৃশ্য।

নশী। তোমার শরীর দেখ্‌চি একাবারে ভেঙ্গে গেচে! দিন কতক হাওয়া বদ্‌লালে ত ভাল হয়।

নরেন। হাওয়া বদলালে কি কিছু হবে। মনের বদ্ হাওয়া কাটবে না ত।

তরু। দাদা ত এখন সব দেখ্‌চেন। তোমার বিষয়ের ভাবনা ত ভাব্‌তে হয় না।

নরেন। কত কি যে ভাবচি, তা বলবো কি। এ দিকে দেনার দায় মাথার চুল ঝিকোলো; ওদিকে দাদা যে কি ষড়্‌যন্ত্র ক'র্‌চেন, তাও বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

নশী। মিছে ভাব্‌লে আর আমরা কি ক'র্‌বো বল? চিন্তাজ্বর সব ব্যয়রামের চেয়ে কঠিন। তার উপশম তুমি ভিন্ন কেউ কত্তে পার্‌বে না।

(পরেশের প্রবেশ)

[তরুবালার প্রস্থান।

পরেশ। তোমরা থাক্‌তে কি আমি দেশত্যাগী হব।

নরেন। আমরা কি ক'র্‌বো তাই বল? আমাদের ত কোন হাত নেই।

পরেশ। তোমরা আমার ফিরে না আসাবধি আমার স্ত্রীকে দেখো, যেন কেহ কোন অত্যাচার ক'ত্তে না পারে।

নশী। তার জন্যে ভাবতে হবে না।

নরেন। তুমি কি ঢাকায় আজই যাচ্চ।

পরেশ। হাঁ ভাই।

নরেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়ে কি জানিয়ে ছিলে?

পরেশ। দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে ছিলুম, আমি ভাবিনি যে এত শীঘ্র ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত পাস হয়ে পুলিস বেরুবে। যদি ধর্ম্ম থাকে, আমায় যেমন পথে ব'সিয়েচে, তার প্রতিফল পেতে হবে।

নরেন। কতদিনে ফির্‌চ।

পরেশ। কতদিন লাগে তাও ব'ল্‌তে পারিনি। তোমার দাদাকে কিছু কি বল্‌বার আছে? চুপ ক'রে ব'স্‌লে যে!

নরেন। ব'ল্‌ব আর কি! শরীর গতিক আমার যে রকম দেখ্‌চ, আমি ভাল বুঝিনি।

নশী। তোমার যে কি অসুখ, তা ডাক্তারের বাবাও ধর্ত্তে পার্‌বে না। তোমায় বল্লেও ত শুন্‌বে না।

নরেন। মাথা মুণ্ডু কি শুন্‌বো বল।

পরেশ। তবে ভাই এখন চল্লুম সব দেখো শুনো।

[প্রস্থান।

নশী। শৈলরাও বুঝি যাচ্চে, চল দেখিগে ব্যাপারটা কি হয়।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—(০)—

মনোরমা ও মৃন্ময়ী আসীন।

মনো। দেখ মেজবউ, আজ আমার ডান্ চোক্ এত নাচ্চে কেন বল্ দেখি ?

মৃন্ম। দিদি আমারি পাঁজী দেখে পা বাড়ান্ কি না, তাই একটুতেই মনে কত তোলাপাড়া করেন।

মনো। না বোন্, তা হ'লে কি আমি অত উতলা হ'তুম।

মৃন্ম। বোধ হয়, তোমার গরম ধাত— তাই চোক নাচ্চে। অশুভ থেকেও শুভ হয়, তা কি জান না ?

মনো। মৃন্ময়ি ! তুমি কি আমায় ঠাট্টা ক'র্চ ? আমি তিন চারদিন থেকে দুঃস্বপ্ন দেখ্চি, রাত্রে আমার ঘুম হয় না। কে যেন মাথার শেওরে দাঁড়ায়ে ব'লচে যে "আর তোর শ্বশুর ঘরে টিক্তে পাল্লুম না, কাজে কাজেই তোদের এখন ছেড়ে যেতে হবে।"

মৃন্ম। স্বপ্ন যদি ঠিক হ'তো, তা হ'লে কারু ভাবনা

থাক্‌তো না। কেউ স্বপ্নে রাজা হ'চ্চে, কেউ বা বড়ী চিবুতে চিবুতে ভাব্‌চে, রাতাবী সন্দেশ খাচ্চি। তুমি কোথায়—আর তোমার শ্বশুর-ঘর কত তফাতে র'য়েচে বল ?

মনো। তরুদের কোন খবর পেয়েচ কি ?

মৃন্ম। গিরিবালা দুদিন হ'লো কাশী গিয়েচে, যাবার আগে পত্র দিয়েছেল। সে আজ আট দিন হবে, তার পর কোন খবর পাইনি।

মনো। বাবুকেও সকালে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম, তিনি কিছু বল্লেন না। মনটাও দেখলুম, বড় চঞ্চল।

মৃন্ম। বড়বাবু এখন ছুটী বোধ হয় পাবেন না। চল, আমরা একবার গিয়ে গোপালদের দেখে আসি। মনটা বড় চঞ্চল হ'য়েচে, পাছে তুমি আরও আশ্চর্য্য হও, তাই কিছু বলিনি।

মনো। মৃন্ময়ি! তুমি আমায় ঠাট্টা ক'র্‌ছেলে। কিন্তু বোন্, তোমার মন আমার চেয়ে আরও কত ভাবিত হ'য়েছিল, তা দেখ দেখি।

মৃন্ম। কত রকম কুচিন্তা মনে উঠ্‌ছেলো, আর মা কাত্যায়নীকে মনে মনে ডাক্‌ছিলুম যে, 'মা গোপালরা যেন ভাল থাকে।'

মনো। রক্তের টান আলাদা জিনিস। আজ নয় নরেন বুঝ্‌তে না পেরে তার মার পেটের ভাইকে দূর ক'রে দেছে। কিন্তু ভেবে দেখ দেখি যে বড়র কাছে ছোট শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও সে মার্জ্জনীয়। যে ছেলেটি মূর্খ, দুষ্ট ও বদ-স্বভাবের হয়, তার প্রতি মার অধিক স্নেহ পড়ে, তার ভাবনাই মা অহরহ করে। যার নরেনাস্ত প্রাণ, যে ভাল জিনিসটী আন্‌লে নরেনকে না দিয়ে খেতো না। সে কি সুখৈশ্বর্য্য মত্ত হয়ে অথবা পতনাবস্থায় কষ্টে প'ড়েও কখন নরেনকে মন থেকে দূর কত্তে পারে? তরু তখনো আমাদের আদরের ছোট বউ ছিল। এখনো সেই আদরের আছে। মা কাত্যায়নীর কৃপায় ইনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন ক'র্‌চেন, কিন্তু তাতেও তিনি সুখী হ'তে পাচ্চেন না। বাড়ী ছাড়া থেকে আজ অবধি তাঁর আর হাস্যবদন দেখ্‌তে পেলুম না।

(কিরণের প্রবেশ)

কিরণ। নরেনের অসুখ, সে দিন দিন মলিন শীর্ণ হ'য়ে যাচ্চে। আমায় শীঘ্র যেতে হবে।

মনো। আমরাও যাব।

কিরণ। সাহেবের কাছ থেকে ১০ দিনের ছুটী নিয়ে যাব। ১০ দিনের জন্য, আবার তোমরা কেন যাবে ?

মনো। আমরা নরেন গোপালকে অনেক দিন দেখিনি, আমাদের নিয়ে যেতে হবে।

কিরণ। একে নরেনের অসুখ, আবার তোমরা গেলে পাছে সে মন্দটা ভাবে। রোগ কমা দূরে থাকুক আরো না বেড়ে যায়।

মনো। আমরা দেখে নয় চ'লে আস্‌বো, একদণ্ড থাক্‌বো না। তুমি নয় ৫।৬ দিন থেকো।

কিরণ। পরেশ ভায়া এইমাত্র এসেছে, তার খাবার যোগাড় করে দাওগে।

মনো। আমরা যাচ্চি, পরেশ ঠাকুরপোকে এক বার নীচে পাঠিয়ে দাওগে ; গোপালরা কেমন আছে সব খবর নি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—[*]—

(ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারী)

ম্যাজিষ্ট্রেট, ইন্‌স্পেক্টর, জুরীগণ ও
কিরণ আসীন।

ইন্‌স। খোদাবন্দ! আসামীগণ সকলেই হাজীর হ'য়েচে। হুজুরের হুকুমমত তাদের কয়েদ রাখা হ'য়েচে।

ম্যাজি। এ মুলুকমে সব বেটা বজ্জাত হুয়া। Robbery, forgery, debauchery, Chicanery prevail throughout the land. খুব punishment চাই।

কিরণ। এ দাসের গোস্তাকী যদি মাপ করেন, তা হ'লে আমি দু একটী কথা বলি।

ম্যাজি। কুচ্‌পরোয়া নাহি, খুসিসে সব খোলসা বল। বাবু! তুম্‌রা Opinion কেয়া? I always want your good and valuable openion.

কিরণ। হুজুর! আপনি আমাকে সন্তানবৎ স্নেহ করেন, আমিও যথাসাধ্য পরিশ্রম ক'রে রাজ্যের

হিতসাধনে ত্রুটী করি না। খোদাবন্দ! বাঁপের সব ছেলেগুলি ভাল কখনই হয় না। যে ছেলেটী মন্দ হয়, তাকে প্রথমে ভয় ও মিত্রতা দেখিয়ে ধর্ম্মপথে আনা পিতার কর্ত্তব্য। তাতে যদি ফল না হয়, তবে তাড়না করা, তারপর অন্য উপায় দেখা কর্ত্তব্য।

ম্যাঙ্গি। বাবু! I understand your good opinion. টুম্‌রা মতলব হাম বুঝা হ্যায়। আসামী-তরফ্ আপ্‌সে সওয়াল-জবাব কর্‌তা। বাবু, হাম ঠিক্ কর্ দেগা। (ইন্‌স্পেক্টরকে) আসামীকো জল্‌দী হাজির করো। [প্রহরীর প্রস্থান।

কিরণ। খোদাবন্দ! অধীনের নিবেদন এই যে, বিচারকালে এই মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে সরকার বাহাদুর হ'তে আমাকে যেন কোন প্রশ্ন করা না হয়।

(প্রহরীর সঙ্গে শৈল, গদাধর, হেমাঙ্গিনী, আসামীগণ ও পরেশের প্রবেশ)

কিরণ। আসামীগণ! হাকিমের কাছে পরেশচন্দ্র ঘোষ কতিপয় বিষয়ে এক দুরখাস্ত দিয়ে জানান

যে, তোমাদিগকে হাজির হবার জন্য পরওয়াণা জারী হয়, সে সমস্ত তোমরা অবগত আছ, এখন কি কি বিষয়ে দরখাস্ত করেছে, তা শোন (দরখাস্ত পাঠ)। তোমাদের মধ্যে কার কি বল্‌বার আছে, তাহা বল।

শৈল। আমি পরেশ ঘোষকে টাকা কর্জ্জ দিই, সেই টাকা চাওয়ায়, ৩ নং আসামী কুমুদিনী আমার টাকা দিয়ে খত খালাস ল'য়েছে, আমি কোন দোষে দোষী নহি। আমার জ্ঞাতি শত্রুতা ক'রে মিথ্যা অভিযোগ ক'রেছে।

গদা। পরেশ যে যে বিষয় জানিয়েছে, তা বুঝে দেখ্‌লে, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। আমি নিজ হিতের জন্য অথবা স্বার্থপর হয়েও কোন কার্য্য করি নাই। (জবাব দাখিল করণ)

কুমুদিনী। আমি বেশ্যা। পরেশ বাবুর বিষয় তঞ্চক করে লওয়া আমার বুদ্ধির অগম্য; আমি এমন কাজ জেনে শুনে করি নাই, সে কারণ আমি যতদূর দোষী, তা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দয়া ক'রে দেখ্‌বেন।

ম্যাজি। তোম্ সয়তান হ্যায়। তোম্ পরেশ

ঘোষকা য়েসা হাল্ কিয়া, তোম্‌কোভি উসি
হোনা চাহিয়ে।

কুমু। হুজুর মালিক, ধর্ম্মবিচারে আমার যা দণ্ড হয়
দিবেন, তাতে দুঃখ নাই।

ম্যাজি। punishment এসা হোনা চাহি যো, জগৎমে
কৈ এসা নেমকহারামী কাম্ কবি নেহি
করেগা। এ রেণ্ডীকো তিন মাস ফাটক।
গদাধর এ সবকা মূল হ্যায়, উস্‌কা দো মাস
ফাটক, পনর রোজ solitary confinement।
আউর শৈলেন ঘোষ ত Shylock হ্যায়,
উসকা দো হাজার রূপেয়া জরিমানা, নেই দেগা
ত ছ মাহিনা ফাটক। আউর এক মাহিনাকা
ভিতর পরেশ ঘোষ এ রেণ্ডীকা আসল রূপেয়া
সব দেনেসে উস্‌কা জমিদারী ফেরত মিলেগা।

[ম্যাজিষ্ট্রেট, কিরণ প্রভৃতির প্রস্থান।

পরেশ। 'ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ' হক্কের ধন অবশ্যই
পাব। ফাঁকী দিয়ে কে ক'দিন সুখে দিন
কাটাতে পেরেছে ?

কনষ্টেবল। শৈল বাবু! চলুন আর ভাবলে কি

হবে, আস্তে আস্তে টাকাগুলি দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে যান।

গদা। না খেয়ে না ছুঁয়ে এই। খেলে ছুঁলে না জানি ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিত।

শৈল। জমাদার সাহেব! যদি কোনগতিকে অর্থদণ্ডটা রেহাই ক'রে দিতে পারেন, আমি আপনাকে ভাল ক'রে খুসী করবো।

জমা। এ গরীবের উপর দয়া ক'রে টাকাগুলো ফেলে দিন, আমি আপনার অনুগ্রহের পাত্র হ'তে চাই না, কর্ত্তব্যকর্ম্মে গাফিলি ক'রে এত দিনের চাকরিটা কি খোয়াব?

শৈল। তবে মেয়াদ খাটাই শ্রেয়। টাকার বদলে গাএর মাংস কেটে দেবার হুকুম শতগুণে ভাল ছিল, টাকা দিলে ত আর একদণ্ডও বাঁচবো না।

গদা। তবে এক যাত্রায় পৃথক্ ফল কেন। চল কয়েদখানায় ঘানী টানা যাক্!

। কনষ্টেবল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কনষ্টেবল। অতি লোভে তাঁতী নষ্ট। কথায় বলে "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু" অধর্ম্ম ক'রে অনেক

পয়সা রোজগার ক'রেচি। পেটের দায়ে অনেক মিথ্যা মকর্দ্দমা সাজিয়ে কত নির্দ্দোষীকে সাজা দেওয়াইছি, এ সব দেখে শুনে নাকে কাণে খত, আর কোন্ শালা কখনও অধর্ম্ম ক'র্‌বে।

[প্রস্থান।





পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

(নরেনের শয্যাগৃহ)

নরেন শয্যাশায়ী; পার্শ্বে পাখা-হস্তে তরু আসীনা।

নরেন। তরু! আমার আশা ছাড়, আমার অবর্ত্ত-মানে তোমাদের যে কে দেখ্‌বে, আমি তাই ভাব্‌চি।

তরু। (ক্রন্দন) মা কাত্যায়নী কি মুখ তুলে চাইবেন না? তুমি ভেবোনা, কবিরাজ বল্লে—তোমার ব্যারাম ত শক্ত নয়।

নরেন। আমার দাদা কি খবর পান্‌নি? খবর দিয়ে বা কি ক'র্‌বো? আমি যে সদ্‌ব্যবহার তাঁর সঙ্গে ক'রেচি, তাঁকে এ পোড়ামুখ যেন আর দেখাতে না হয়।

তরু। তিনি শুনে কি চুপ ক'রে আছেন। পরের চাকুরীর কারণ বিদেশে প'ড়ে আছেন, তাঁকে ত আবার সেখানকার ঘর-কন্যার গোচ ক'রে আস্‌তে হবে।

নরেন। তরু! মনে আর কোন দুঃখ নাই, তবে দাদার সঙ্গে দেখা হবে না, সেই ভাবনাই ভাব্‌চি।

তরু। তুমি একটু ঘুমোও দেখি। সব সেরে যাবে। আমার মাথা খাও, ভেবোনা। তুমি ছাড়া আর আমাদের কে আছে বল?

নরেন। তোমার দিদিরা যদি আসে, খুব যত্ন-আয়িত্তী ক'রো। তাঁদের সঙ্গে আমি কখন ভাল ক'রে কথা কইনি।

তরু। তুমি সেরে ওট, তখন যা ব'ল্‌বে ব'লো। আমি ভালমন্দ ব'ল্‌তে চাইনি। বাড়ীতে ব্যাম, এখন কি তাদের জন্যে যজ্ঞী ক'র্‌তে ব'স্‌বো!

(নশী ও কিরণের প্রবেশ)

কিরণ। নরেন! ভাই কেমন আছ?

নরেন। দাদা—দাদা! (নিস্তব্ধ)

কিরণ। নরেন! দাদা ব'লে থাম্‌লি কেন ভাই? ব্যাম এখনি সেরে যাবে, কোন চিন্তা নাই। মা জগদম্বা আরোগ্য ক'র্‌বেন।

নরেন। দাদা! তুমি কি একলা এসেছ?

কিরণ। তোমার বউদিরা তোমায় দেখ্‌বার জন্য বড় ব্যাকুল হ'য়েছিল, তাই সকলকে এনেছি।

নশী। কিরণ বাবু! আপনি বাহিরে মুখ হাত পা ধোবেন আসুন, নরেন একটু ঘুমুক।

কিরণ। অনেক দিন বাদে এসেছি, বিশেষতঃ নরেন পীড়িত, তার কাছে একটু বসি! খানিক বাদে যাচ্চি।

(মনোরমা, মৃন্ময়ী ও কানাইয়ের প্রবেশ)

কিরণ। তোমরা নরেনের মাথায় বাতাস ও গাএ হাত বুলিয়ে দাও, বেশী কথা কও না।

[কিরণের প্রস্থান।

মনো। আহা! বাছার সোণার অঙ্গে যেন কালি ঢেলে দিয়েচে! ভাই, এত দিন খবর দাওনি কেন? আমরা যে কিছু জান্‌তে পারিনি?

মৃন্ময়ী। এখন কি কোন অসুখ বোধ ক'চ্ছ?

নরেন। না।

মৃন্ময়ী। ছোট বউ! এই রোগটা ত একদিনে বাড়েনি, এদ্দিন কি ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়েছিলে।

মনো। তরু ছেলে মানুষ, ও কি ক'র্‌বে বল? আর এখন ব'লেই বা কি ফল হবে। যেমন ক'রে হ'ক্, মা কাত্যায়নী নরেনকে রোগমুক্ত ক'রে দিন, তা হ'লেই আমাদের সকলের চিন্তা দূর হয়।

মৃন্ময়ী। মাকে ত একমনে ডাক্‌চি, মা কি দয়া ক'র্‌বেন না?

মনো। তরু! নরেনকে কিছু খেতে দাও, মুখ শুখিয়ে উঠেচে।

তরু। খাবার সময় হ'লে দেবো, তোমরা কাছে বসে কথা কইচ, তাতে বোধ হয়, ওর কষ্ট হ'চ্চে।

মনো। মৃন্ময়ি! তুই মুখ হাত পা ধুয়ে আয়, আমি ততক্ষণ বাতাস দি।

নরেন। ছোট বউ! তুমি দিদিকে নিয়ে নীচে যাও, মেজবউ খানিক বাতাস দিক্।

[মনোরমা ও তরুর প্রস্থান।

নরেন। দেখ মেজ্‌দিদি! আমার যে রকম কঠিন ব্যাম, তাতে এ যাত্রা রক্ষা পাচ্চিনি।

মৃন্ম। তুমি ছেলে মানুষ, তাই সামান্যতে এত উতলা হ'য়েচ। ভয় কি, জগদম্বা রক্ষা ক'রবেন। তোমার দাদা এসেছেন, যে রকম চিকিৎসা দরকার, তা করাবেন, তোমায় কিছু ভাব্‌তে হবে না।

নরেন। আমি আমার জন্যে ভাব্‌চিনি। আমি মরে গেলে আমার স্ত্রী-পুত্রের কি দশা ঘট্‌বে, তাই ভেবে ভেবে খিদে তেষ্টা গেচে।

মৃন্ম। বালাই। তুমি সেরে উঠ্‌বে, তুমি পাগলের মত ব'ক্‌চো কেন?

নরেন। মেজবউদি! আমি পাগল হইনি! আমার নিজের বুদ্ধির দোষে, আমি আমার দেবতুল্য দাদার উপর কত রকম অত্যাচার ক'রেচি, অপমান ক'রেচি, তাঁর বিষয় আত্মসাৎ ক'রেচি, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েচি।

আমার মতন নরাধম এ মরজগতে আর কি দুটী আছে ?

মৃন্ম। যা হ'য়ে গেচে, তা ভুলে যাও। তোমার দাদা ত সে রকম নন, তোমার ব্যামর খবর পেয়েই এসেছেন। তোমার দাদা কিছু ত আর তোমায় বলেন্‌নি, যে তাই নিয়ে মন খারাপ ক'রচ।

নরেন। দাদা না ব'ল্‌তে পারেন ; দাদা নয় ছোট ভাই বলে আমার দোষ ধর্‌লেন না, কিন্তু আমার মন ত আর বুঝ্‌বে না, কি বলেই বা মনকে সান্ত্বনা করি।

মৃন্ম। সেরে ওঠ, তার পর সব হবে। বেশী ভেবোনা।

নরেন। মাথা মুণ্ড আর কি ভাববো বল, দেনার দায়ে চুল বিকিয়ে গেছে।

মৃন্ম। (সবিস্ময়ে) এঁ্যা—

নরেন। তুমি যে চম্‌কে উঠলে, আরো যত শুনুবে, তোমার রক্ত অবধি শুকিয়ে যাবে।

মৃন্ম। তুমি সেরে ওঠ, ভাবনা কি। তোমার মুখ শুকিয়ে উঠেচে, একট দুধ খাও (দুগ্ধপ্রদান)

নরেন। মেজ্‌দিদি! দাদাকে কি বল্‌বার মুখ আছে। আমি চামারের ন্যায় ব্যবহার ক'রেচি। ভ্রাতৃ-প্রেমের বিনিময়ে গরল পান ক'রেচি। শান্তি-সুখ পাবার আশায় শান্তি দূর ক'রে অশান্তি এনেচি! আমি কি মানুষ! মানুষ হ'লে শরীরে দয়া থাক্‌ত, পরের কষ্ট দেখ্‌লে প্রাণ কাঁদ্‌তো, যার সঙ্গে একত্র লালিত পালিত হ'য়েচি, এক মাতৃস্তনদুগ্ধে যাদের দেহ বর্দ্ধিত হ'য়েচে, আজ কি না সে সব ভুলে গিয়ে স্বার্থ-পরতার দাস হ'য়ে ভ্রাতৃস্নেহে জলাঞ্জলি দিলুম। মেজ্‌দি! তোমায় কত কুবাক্য বলেচি, তুমি তা মনে রাখনি। তা হ'লে কি এ হতভাগার মরণ সময়ে দেখ্‌তে আস্‌তে। (ক্রন্দন)

মৃন্ময়ী। নরেন! আমি তোমার অসুখ দেখ্‌তে এসে তোমায় আরো অসুখী কল্লেম। চুপ কর ভাই! এতে কি ব্যাম কম্‌বে? চুপ কর, ভেবোনা।

নরেন। তুমি আমায় ছোটভায়ের মতন যত্ন কত্তে, ছোটভাইয়ের ন্যায় ভালবাস্‌তে; বল, আমার সব দোষ ক্ষমা ক'র্‌লে?

মৃন্ময়ী। তুমি ছোট ভাই, তোমার কথা কি মনে ক'রে মন গরম করা আমার উচিত? ঘর ক'ত্তে গেল্লেই দুটো কথা শুন্‌তে হয়, সে শুনে সয়ে থাক্‌লেও পরিণামে সুখ আছে। আমি কি ছোটভায়ের উপর রাগ ক'র্‌তে পারি? তুমি সেরে ওঠ, তোমার ছেলে ও তোমার দাদার ছেলে বই আর আমার মুখে আগুন দেবার কে আছে বল? তাদের ওপর রাগ কল্লে—তাদের অশুভ কামনা কল্লে, আমার কি নরকেও স্থান হবে? তুমি একটু ঘুমোও দেখি।

নরেন। আচ্ছা, আমি একটু ঘুমুই; তুমি মুখটুক্ ধোওগে। বউঠাকুরুণকে নীচে যেতে বল্লুম, তিনি ত রাগ করেন্‌নি।

মৃন্ময়ী। তোমার বউদি তোমায় দেখ্‌তে এসেচে, রাগ থাক্‌লে, প্রাণ কাঁদলেও—মন গরম ক'রে লোক দুদণ্ড আস্‌তে দেরী করে। তুমি মিছে ভাবনায় কেন রোগ বাড়াও বল?

নরেন। মেজ্‌দি! বল, আমায় ছেড়ে আর কোথাও যাবে না?

মৃন্ময়ী। আমি পাগলের সঙ্গে পাগল সাজ্‌তে আর পারিনি। তুমি ঘুমোও, আমি মুখ হাত ধুইগে।

নরেন। অনেকদিন পর দেখা হ'লো, দুটো মনের কথা কই। যা ক'রেচি, তার জন্য যদি অনুতাপ হয়; তা হ'লে পাপ অনেক কেটে যাবে।

মৃন্ময়ী। তুমি ত কিছু করনি। তোমায় ত তোমার দাদা কোন দোষ দেন না। তবে তুমি মিছে ভেবে কেন শরীর নষ্ট কর?

নরেন। তোমাদের দেখে আমার অসুখ অনেক কমে গেছে। বোধ হয়, হাওয়া বদলালেই শরীরে বল পাব।

মৃন্ময়ী। যাবে, তুমি ভাল হও, তাই হবে। দুদিন ভাত খাও, তার পর হাওয়া খাওয়ার কথা। আমি শীঘ্র আস্‌চি।

[ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান।

(কিরণের প্রবেশ)

কিরণ। কাল চল ভাই, তোমায় নিয়ে হাওয়া খাইয়ে আনি।

নরেন। হাওয়া খেলে যদি ভাল হই, তবে চলুন।

কিরণ। তোমার ব্যাম ত শক্ত নয়, তুমি অত ভাব্‌লে—সার্‌তে দেরী লাগ্‌বে।

নরেন। দাদা!—ভাব্‌বো আর কি? মা কাত্যায়নী যে ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়েচেন, তাতেই আমার জীবনের অর্দ্ধেক রক্ত শুখিয়ে গেচে। দাদা! আমি তোমার নিকট কত দোষী।

কিরণ। তোমার ত কোন দোষ নাই, আমার অদৃষ্টের ফল।

নরেন। আপনার মতন দাদা পেয়েছিলুম ব'লে—বেঁচে গেলুম। তা না হ'লে—আমার দশা কি হ'ত, বলুন দেখি?

কিরণ। তুমি আমি এক রক্তে গঠিত, এক মাতৃস্তন পান ক'রে—এই দেহ বর্দ্ধিত। ভাই কি কখন পর হ'তে পারে?

নরেন। দাদা! কাল যদি যেতে হয়, তবে বিষয়ের একটা বন্দোজ ক'রে চলুন।

কিরণ। তুমি সেরে ওঠ, তারপর যা হয় করা যাবে। আগে তুমি, না আগে বিষয়!

নরেন। একটা বন্দোজ করে গেলে ভাল হয় না? আর যাবার খরচ পত্র ত ঢের হবে।

কিরণ। নরেন! তোর দাদা থাক্‌তে—তোর ব্যামর সময় টাকার জন্য তোকে মাথা ঘামাতে হবে? আমি যখন এসেচি, সে সব আমি ভাব্‌বো।

নরেন। না দাদা, তা ব'ল্‌চিনি। তবে বিষয়টার একটা গোচ ক'ল্লে ভাল হয় না?

কিরণ। দেখ নরেন! এই বিষয় হ'তেই যত অনর্থ ঘটেচে। বিষয় যদি না থাক্‌তো, তা হ'লে আমরা দুঃখের ভাত সুখ ক'রে খেয়ে দিন কাটাতুম। এই বিষয় হ'তে তুমিও সুখী হ'লে না। তোমার এখন অসুখ, আমি যদি এ সময় কোন বন্দেজ ক'ত্তে যাই, তুমি না ভাব্‌তে পার, কিন্তু কুলোকে ব'ল্‌বে—দাদা সময় বুঝে এসে ভাগ বসাবার জোগাড়ে আছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় তুমি সেরে ওঠ, তার পর যা হয় ক'রো।

নরেন। দাদা! তোমার মনে আমি কত কষ্ট দিয়েচি, তোমার বিষয় আত্মসাৎ করিচি, সেই পাপে আমার এ অবস্থা ঘটেচে,—বিষয়ও যেতে বসেচে। মা কাত্যায়নীরও কোপে পড়েচি। আমার কি আর রক্ষা আছে।

কিরণ। বাপের বিষয়, তাঁর এক ছেলে ত খাচ্চে;

পরে খেলেই কষ্ট হ'ত। আমি শপথ ক'রে ব'ল্‌চি, আমার কোন কষ্ট হয়নি ; তুমি মিছে কেন কষ্ট কর ?

নরেন। দাদা! এখন আর কিছু ব'ল্‌বো না, আগে সেরে আসি—

কিরণ। আমি যাবার যোগাড় যন্ত্র করিগে, তুমি একটু ঘুমোও।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—※—

(গোলকের আস্তানা)

গোলকের গীত।

গাঁজা গুলি চরসে ভাই, কি মজা দেয়।
রাজায় আমায় তফাৎ কিসে, ভাবি সে সময়॥
থানায় পড়্‌বার ভয় রাখি না, পুলিশের ত ধার ধারি না,
দম টেনে ঘরে গেলে মাগ মন জোগায়॥
রাঙ্গা-পানির মুখে আগুন, যে খায় তার জ্বালা দ্বিগুণ,
নেশার জন্যে পয়সার ভাবনা ভেবে দিন কাটায়॥
নেশা ক'রে বিকোয় বাড়ী, বেটাদের গলায় দড়ি,
বেটারা মাগের নাতী খেয়ে নেশা ছাড়ায়॥

(নরির প্রবেশ)

নরি। বা রস্‌কে ! তুই যে একজন মহা বাঁধনদার হ'য়ে উঠ্‌লি ? বলি,—আজ এত রগড়ের দৌড় কেন ?

গোলক। আমার বাবা সময় অসময় নেই ; ভোলা-নাথের কৃপায় বেশ্ সুখে আছি,—কোন ব্যাটার তোয়াক্কা রাখি না ; খাই দাই, আর ফূর্ত্তি করে ক'রে বেড়াই। কারুর কাছে ত আর টিকি বাঁধা নেই !

নরি। আজ ভাই,—এক বড় রগুড়ে-গল্প শুন্‌লুম ; তোমায় যতক্ষণ না শোনাব, পেটের ভেতর টগবগ টগবগ করে ফুটবে।

গোলক। তোমার গল্প আর ছেলেবেলার ঠান-দিদির গল্প, ঠিক যেন—একি ভাবের।

নরি। তা হ'তে পারে ! বোধ হয় একই লোকের বাঁধুনি।

গোলক। বাবু ভায়াদের কাণ্ডকারখানা দেখে হতভম্বার ন্যায় হ'য়ে পড়িচি, আর দেশে থাক্‌তে ইচ্ছা যায় ন।

নরি। আমারও ঠিক ভাই তাই। ঠাকুর কাটার ব্যাপার দেখে—পিলে চম্‌কে গেচে!

গোলক। দিন দিন কত রগড় দেখ্‌বে, তখন বল্‌বে যে গোলকই সুখী।

নরি। কুলাঙ্গারেরা হিঁদুর ছেলে হ'য়ে—একবার ভয় খেলে না? ধন্য সাহস!—বুকের পাটাও খুব! ছেলেপুলে নিয়ে—ঘর করে, তাও ভাব্‌লে না?

গোলক। আমিও কতক শুনিচি; যখন শুনি, মনে হয়—যে পাষণ্ডরা কি মরবার ভয় করে না!

নরি। মরবার ভয় কর্‌লে, আর কেউ কি এ কাজ করে? বামুনগুলোও তেমনি ভক্তবিটেল, পয়সার লোভে টিকিদার মশায়রা—যা বেদে পুরাণে নাই, তাই ক'ত্তে পারেন। এদের সহকারী সভাপতি হলেন, ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীলশ্রীযুক্ত............

গোলোক। ঠিক্ হয়েচে—ঠিক্ হয়েচে। ত্র্যহস্পর্শ-যোগ! বিধিলিপি কে খণ্ডাবে?

নরি। ধার্ম্মিকের ছেলে—সন্ধ্যা আহ্নিক না করে জল খায় না, তার উপর কথায় বলে—গোদের

উপর বিষ্‌ফোড়া! ২৪ ঘণ্টা দেশের বড় বড় নৈয়ায়িক ভট্‌চাজ নিয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা। চক্ষুলজ্জা ত আছে, তাই সভাপতির পদ স্বদেশ-হিতৈষী স্বধর্ম্মানুরাগী হরিপরায়ণ কুলধ্বজের উপর দিয়ে—আড়াল থেকে উকাঝুকা মাচ্চেন।

গোলক। কত লোকে কত রকম বলে, ঠিক মদ্দাটা জানা গেল না।

নরি। শৈলবাবুর টাকা কড়ি জমিজায়গা দিয়ে এখন বড় খাঁকৃতির মহল, ঠাকুরসেবা—ওটা গলগ্রহ ভেবে সেবা ত তুল্‌লেন, পাছে এর পর কেউ ঠাকুরের বিষয় নিয়ে মালি মকদ্দমা জোড়ে, সেই ভেবে, তারপর কেউ বলেন—মালী মকদ্দমার হাত এড়াবার জন্যে, আবার কেউ কেউ বলে—যে প্রবাদ আছে, ঠাকুরের শরীরে অনেক মণিমুক্তা আছে, সেইগুলো পাবার লোভে—বিধিপূর্ব্বক ছুরীর আঘাত দেওয়াতে পেছপাও হন নি।

গোলক। আ—মর্‌! চুরি কর্‌বি, ঘর জ্বালাবি, দেবদ্বেষী হয়ে কুলদেবতার অস্তিত্ব নষ্ট কর্‌বি, আবার তাতেও শাস্ত্র।

নরি। ঠাকুরের গায়ে আঘাত নিজে করেনি, পাছে অধর্ম্ম হয়! তাই পৈতেওয়ালা টিকি-দার নিয়ে ঠাকুরের পেট হাঁসাতে এসেছিল।

গোলক। ব্রাহ্মণ হ'য়ে—কি এমন নৃশংস চণ্ডালের ন্যায় ব্যবহার কত্তে পারে?

নরি। রূপিয়া পেলে সব পারে, বিশেষতঃ এ ঠাকুর ভুলেও সন্ধ্যাহ্নিক করে না, সব রকম দালালি ব্যবসা করা আছে, আচার ব্যবহার পিরু শেখের মতন—বলি ও গোলোক! বষ্টমী ঠাকরুণ আস্‌ছে, তুই একটা গান টান শুনলে হয় না?

গোলক। তোমায় দেখ্‌লেই চটে যায়, তুমি চুপ কর দেখি, আমি ডাক্‌চি।

(জনৈক বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বলি ও ঠান্‌দিদি! আজ এত সকালবেলা এদিকে কি মনে করে?

বৈষ্ণবী। তোমাদেব চাঁদবদন দেখ্‌তে।

নরি। আমাদের তবে কপাল ফিরেচে।

গোলক। ঠান্‌দিদি না হলে নাতীদের দরদ্ আর

কে জান্‌বে বল। ঠান্‌দিদি দেখ্‌চি অনেক পথ হেটে ক্লান্ত হয়েচ, একটু ব'সো।

বৈষ্ণবী। আর ভাই এক রকম করে দিন ত কাটালেম, যদিও গরীব দুঃখী ভিক্ষা করে এক মুটো জুটলে দিন কাটে, তবুও "হাতে কালি মুখে কালি বাছা আমার লিখে এলি," এটা আজ আবার খাটনি। গরীব স্বামী গরীবের মতন ভালবাসে, বড়মানুষদের মাগের মতন পাএর ওপর পা দিয়ে সোহাগ কর্‌তে ত শিখলুম্‌ না।

নরি। আজ ঠানদিদিকে বড় গরম দেখ চি, কি হয়েচে ?

বৈষ্ণবী। হবে আর কি মাথা আর মুণ্ড! দেখে শুনে অবাক্‌ হ'য়েচি। আজকালকার ছোড়াগুলোর বাপের পয়সা আর সমস্ত পরিবার থাক্‌লেই, তারাই বা কে—আর দিল্লীশ্বরই বা কে।

গোলক। ঠানদিদি! যা বলছ তা সবই সত্য, বউদের দোষ কি বল।

বৈষ্ণবী। বউদের হয়ে সালিষী ? বউদের নাক মুখ হাত নাড়া দেখ্‌লে আগা পাশতলা ঝেঁটিয়ে বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতে ইচ্ছা যায়। ছোড়া-

গুলোও তেমনি, যেন বাপের জন্মে বে হয়নি।
মেড়ার মতন আলক্ষ্মীদের পাছু পাছু আছেন,
আলক্ষ্মীরা হাই তুল্‌লে বাবুরা ভির্‌মী যান।

নরি। আজ যদি দয়া করে এ দিকে এলে, তুএকটা
গান শোনাতে হবে।

বৈষ্ণবী। গান শিকেয় তুলে রাখ্‌গে। দিন নেই,
ক্ষণ নেই, দেখা হলেই গান—গান—গান!
মেজাজ ঠিক্ না থাক্‌লে গান কি ভাল লাগে?

নরি। তোমার গান শুন্‌লে প্রাণ শর্ হয়ে যায়।
তোমার পায়ে ধরি, আমার মাথা খাও, একটা
গান শুনাতেই হবে।

(বৈষ্ণবীর গীত)

সাধিলে ত ভালবাসা পাওয়া নাহি যায়।
মন যে চাহে না ভালবাসিতে তোমায়॥
প্রাণ কাঁদে যারি তরে, সেই ত জানে অন্তরে,
সে চাঁদ চকোর বিনে আঁধার হৃদয়॥

চেংড়া ছাবালের হাতে পড়ে অস্থির হয়েচি,
এখন বাপু ছাড়, ঘরের কাজ-কর্ম্ম কিছু হয়নি।

গোলক। কাজ ত কি দিন কর। আমরা ত
তোমার দেখা কি দিন পাইনি?

বৈষ্ণবী। এমন ত হতচ্ছাড়া জন্মে দেখেনি।

গোলক। ঠান্‌দিদি! তোমায় কত ভালবাসি, তাই তোমায় কাছ্‌ থেকে যেতে দিতে মন কাঁদে।

বৈষ্ণবী। পোড়ারমুখোরা খায় মাগের নাতী, আমার গায়ে সয় না, কি করি, বসে কাঁদি, যদি সে বাপের বেটা, ঝাড়ি বিষ মেরে ঝেঁটা।

[বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

গোলক। ঠানদিদি আজ বড় গরম, কেউটে সাপের মত ফোঁস ফোঁস কচ্চে।

নরি। চল চল বাড়ী যাওয়া যাক্‌, কিরণবাবুরা বাড়ী এসেছেন, একজন সাধুপুরুষ সঙ্গে এসে-ছেন, মাএর মন্দিরে আজ খুব ধূম।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।



(যমুনার সম্মুখস্থ বাঁধ)

শৈল, গদা প্রভৃতি।

শৈল। ম'লেই হাড় জুড়োয়। আর ত এ কষ্ট সওয়া যায় না ; পেটে না খেয়ে কদ্দিন কাটালেম, কিন্তু এ দুঃসহ ব্যাধিযন্ত্রণা নরকযন্ত্রণা বলে বোধ হ'চ্চে। যৌবনে কামোন্মত্ত পশুর ন্যায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে কত শত রমণীর অতি আদরের ধন সতীত্বরত্ন নষ্ট ক'রেছি। উঃ! কণ্ঠাগত প্রাণ। ভগবন্! নরকের ভীষণ ছবি আর দেখিও না, অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হ'তেছে। এ আবার কি! রমণীর অশ্রুকণা, পতিব্রতা রমণীর অভিসম্পাত, কি আমার চিতাবধি অনুসরণ করবে, এ হতভাগ্য জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তেই অমানুষিক লোমহর্ষণকর ভীষণ কর্ম্ম সাধিত হ'চ্চে! জ্ঞাতি-বন্ধু-উচ্ছেদসাধন-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছি। স্বার্থের

দাস হ'য়ে—সামান্য অর্থের জন্য, অসংখ্য-জন-সমাদৃত ঘোষবংশের জীবনের জীবন দেবমূর্ত্তি নষ্ট করে, দেবোত্তর-সম্পত্তি আত্মসাৎ করতেও কুণ্ঠিত হই নাই। যা হ'তে—এ দুর্লভ মানব জন্ম পেলেম, সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী সাকার-করুণাময়ী স্নেহপ্রতিমা জননীর অলঙ্কারাদি অপহরণ করতেও ভীত হই নাই! এ নীচাশয় দুর্ম্মতির কি নরকেও স্থান আছে। ঐ—ঐ শোন, মৃদুমন্দ সমীরণ আমায় দেখে—ঠাট্টা-বিদ্রূপ ক'চ্চে, শ্মশানবাসী নরমাংসপেশী শৃগাল কুক্কুর আমার আগমনে ভীত হ'য়ে তীব্রস্বরে কাঁদ্ছে। হা অদৃষ্ট! এ নিত্য মধুর শান্তিপূর্ণ স্থানেও আমি কি দুদণ্ড আরাম পাব না?

(গদাধরের প্রবেশ)

গদা। বিচারটা জবর, এক পয়সা পেটে পূরলুম্ না, সিন্দুকে ফেল্লুম না, কিন্তু শাস্তির বেলা দেড়-গুণ আমি, আর বার আনা যিনি মারলেন। বল্বো আর কাকে—রাজা আর খোদা যেন নিক্তি ধরে চুল চিরে দণ্ড ভাগ করে দিয়েছেন,

আহা কি; বিচার গা! যেমন কাজ করিচি, তেমনি ফল পাচ্চি! বলি এই যে শৈল ভায়া! তুমিও দেখ্‌চি, দণ্ডের ভাগটা ভোগ করুচ ভাল ক'রে।

শৈল। মড়ার উপর আর খাড়ার ঘা কেন?

গদা। "পেটে খেলে পীটে সয়।"

শৈল। গদাধর! একি ঠাট্টা-বিদ্রূপের সময়?

গদা। তোমায় খুন করিনি—এই ঢের। তোর জন্যে ভিটে গেল, দেশ ছাড়্‌লুম, জেল খাট্‌লুম! আর আমার কি সর্ব্বনাশ তুই ক'রেছিস্, স্মরণ কর।

শৈল। যা করিচি, তার জন্য অনুতাপ ক'চ্চি; আর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'চ্ছে!—এই শরীর শত বৃশ্চিকের দংশনযন্ত্রণায় অধীর হ'য়েচে।

গদা। আজ তুই বেঁচে গেলি। যদি ভগবান্ চলৎশক্তি-রহিত না ক'রতেন, তা হ'লে— এখানেই তোকে গোর দিতাম।

(মৃন্ময়ী, গিরিবালা ও যশোদার প্রবেশ)

মৃন্ময়ী। তোমরা তীর্থস্থানেও কি ঝগড়া বিবাদ

ভুল্‌বে না? গুরুদেবের নিকট শরণাপন্ন হও। তিনি অবশ্যই তোমাদের দয়া কর্‌বেন।

শৈল। বউ ঠাক্‌রুণ! তুমি আমাদের মা, ঘোষ-বংশের লক্ষ্মী; আমাদের দয়া ক'রে তুমি যদি নিয়ে যাও।

মৃন্ময়ী। (স্বগত) আহা! অমন সোণার সংসারটা ছারখার্ হ'য়ে গেল। (প্রকাশ্যে) কেন ভাই যাব না? তবে—গুরুকে ঈশ্বরস্বরূপ যদি পূজা ক'র্‌তে পার্, তবে চল। তোমার উপর যাতে তাঁর দয়া হয়, তা ক'র্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।



চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।



(কালীমন্দির)

জ্ঞানানন্দস্বামী, শিষ্যগণ ও কিঙ্করগণ।

গীত।

ও মা, এ বেশে কেন দেখা দিলি।
ত্রিতাপ নাশিতে ভূভার হরিতে
সহাস্যবদনে কেন না আইলি!
কুলনারী হ'য়ে লজ্জা তেয়াগিয়ে
উলঙ্গিনী হ'য়ে রণে প্রবেশিলি।
বিপদ্ নাশিতে অসি ল'য়ে হাতে
স্বামি-হৃদিপরি কেন বা দাঁড়ালি।
ছি মা, এ বেশে কেন দেখা দিলি॥

জ্ঞানা। (পূজাকরণ ও স্তোত্রপাঠান্তে সকলের ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম) বৎসগণ! আজ তোমাদিগকে এত বিষণ্ণ দেখ্‌চি কেন?

১ম শিষ্য। পিতঃ! বাল্যকাল হ'তে—পর্ব্বত, অরণ্য ও নদীতটে বাস। সংসার-রহস্য জান্-

বার কোন দরকার কখনও হয় নাই, অথবা জান্‌তে মন কখনও ব্যাকুল হয় নাই; কিন্তু আজ সংসার-চিত্র দেখে—মন বড় চঞ্চল হ'য়েচে।—পরমপিতা পরমেশ্বরের এ কি মহিমা! সংসারজালে মনুষ্য বদ্ধ হয়ে কেন এত কষ্ট ভোগ করে?

জ্ঞানা। আজ অবধি সংসারস্রোত কি ভয়াবহ ও কি ভীষণ তা হৃদয়ঙ্গম করবার তোমাদের ক্ষমতা হয় নাই। সংসার পাপ-পুণ্যের স্থান, ইহা কর্ম্ম-ক্ষেত্র নামে অভিহিত। সংসারপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলেই মনকে শীঘ্রই পরম-পথ-প্রাপ্তি-পথে নিয়োজিত করতে বিলম্ব হয় না। যে ভয়াবহ সংসারচিত্রে তোমার মন ভীত ও চিন্তিত হয়েছে, তা পাপের আধার। কর্ম্মফলে জীব-গণ তা ভোগ ক'রে থাকে।

১ম শি। এ সকল ভয়াবহ-চিত্র দেখে লোক পাপ-কর্ম্ম হ'তে বিরত হয় না কেন?

জ্ঞানা। স্বয়ং ভগবান্‌ও নিয়তির বাধ্য।

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥"

স্বয়ং রামচন্দ্র যখন সংসারচক্রে পতিত হয়ে শোকে তাপে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন, তখন মনুষ্য ত ছার। মনুষ্যকে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

"পূর্ব্বানুভূতঃ সংস্কারাৎ কালধর্ম্মবিপাকতঃ।"

দেহ পঞ্চভূতে লীন হয়, চিতাবহ্নি কর্ম্মসমষ্টিকে দগ্ধ করতে পারে না, ইহা আত্মার অনুসরণ করে।

কিরণ। দেব! জীবনের তৃতীয়াংশ স্ত্রীপুত্রপরিজন সহিত অতিবাহিত কল্লেম, কিন্তু আর ত সংসারে এক দণ্ড থাকতে ইচ্ছা হয় না। আপনার অনুমতি পেলেই সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করে পবিত্র তীর্থস্থানে গিয়ে বাস করি।

জ্ঞানা। বৎস! সংসার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন আশ্রম, যিনি এই স্বার্থময় প্রতারণাপূর্ণ সংসারিগৃহে নির্লিপ্তভাবে আশাপাশ ভেদ করে কর্ত্তব্য-বোধে লোকহিতার্থে কার্য্য ক'রতে সক্ষম, তাঁর পক্ষে জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন শীঘ্রই সম্ভবে।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

সংসার-আশ্রম ঈশ্বর আরাধনায় সর্ব্বাপেক্ষা সুগম পথ। তুমি নির্লিপ্তভাবে আশা-মায়া-মমতা-শূন্য হয়ে আমার উপদেশ মত যে ভাবে কর্ম্ম ক'রে আস্‌ছ, সেই ভাবেই জীবন অতিবাহিত কর। তুমি এই স্বার্থময় সংসারে যে জ্বলন্ত পবিত্র দৃষ্টান্ত দেখিয়েছ, তাতে তোমার তীর্থ-পর্য্যটন অনাবশ্যক।

(মৃন্ময়ীর প্রবেশ)

মৃন্ম। (জ্ঞানানন্দ স্বামীর পদধারণ করিয়া) পিতঃ! আজ আমার কি সুখের দিন। আপনার চরণ দর্শন যে আবার ভাগ্যে ঘট্‌বে, তা কখন মনে হয়নি। বাবা! তোমার দয়াতেই ঘোষবংশ আবার পুনর্জীবন লাভ ক'রবে। শৈলর পাষাণ-হৃদয়ে তোমার কৃপায় আবার ধর্ম্ম-বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে, পাষণ্ড গদাধরেরও কুমতি দূর হয়েছে। দয়া ক'রে ওদের ব্যাধিযন্ত্রণা দূর করুন। সুধাময়ী শক্তিসঞ্চারিণী মা নামের অপার মহিমা তাদের হৃদয়কে এই ত্রিতাপ-দূষিত সংসারে যেন আর কলুষিত করতে না পারে।

জ্ঞানা। মা তোমার ন্যায় নির্ম্মল-চরিত্রা স্ত্রীলোক ক জন আছে? তোমার নির্ম্মল স্বচ্ছ ঈশ্বর-প্রেম-জ্যোতি সুবিমল চাঁদের হাসিকে পরাস্ত করেচে। সে স্বচ্ছ কিরণেও কলঙ্করেখা আছে, তার রাহুগ্রাসেরও ভয় আছে, কিন্তু মা! তোমার চরিত্রে কোন কলঙ্ক-রেখা নাই। রাহু-রূপী ষড়্‌রিপু তোমার নিকট পরাজিত। নারীকুলে তুমি ধন্যা।

শৈল। বাবা! আর কষ্ট সইতে পারিনা; এই দেখ, এই পাপদেহ হতে কত মাংস রক্ত পূয নির্গত হচ্চে, শত শত বৃশ্চিকের জ্বালায় হৃদয় যেন দগ্ধ হচ্চে।

জ্ঞানা। মাকে প্রাণ ভরে ডাক, তিনি অবশ্যই তোমার যন্ত্রণার প্রতীকার করবেন।

মৃন্ম। বাবা! তোমার গুণেই দেশে দেশে ঘরে ঘরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তারা তারা বলে তারা-নামের মহিমা কীর্ত্তন কচ্চে। আহা মায়ের কি সুন্দর প্রাণমুগ্ধকর স্নিগ্ধ স্নেহভরা অট্ট অট্ট হাসি-মুখখানি, লক্‌লক্ লোলজিহ্বা, কোটি কোটি চন্দ্রকিরণ-বিস্ফারিত জ্যোতির্ম্ময় নেত্রত্রয়,

একবার প্রাণ ভরে এস মা মা বলে ডাকি, মা বুলিতে মাতোয়ারা হয়ে রোগ শোক তাপ দূর করি। ষড়্‌রিপুকে আহুতি দিয়ে জীবনের মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করি।

(সকলেই সমস্বরে জয় মা কালী)

গীত

(আমরা) হৃদয়মন্দিরে তারা মায়েরে বসাব।
প্রেমমালা গেঁথে মায়ের গলে পরাব।
ভক্তিবারি দিয়ে মার চরণ ধোয়াব,
ষড়রিপুরক্তে মাকে পূজা করিব ॥
(আমরা) তারা তারা তারা বলে ভবপারে যাব।
(আমরা) তারা তারা তারা বলে মার মুখ চুমিব,
(আমরা) তারা বলে মার কোলে বসিব ॥

জ্ঞানা। আজ আমার এত দিনের চেষ্টা সফল হ'ল। কালী-নাম-স্রোতে দেশ প্লাবিত হ'ল। মানব-হৃদয় দেব-ভাবে পরিপ্লুত হ'ল। নন্দন-পারিজাত এই মর্ত্ত্যলোকে মুকুলিত হ'ল। জয় কালী মায়িকি জয়! এ সুধামাখা মা বুলি ভুল না। এই জগৎ যা হ'তে দেখ্‌লে, সেই সাকার-স্নেহময়ী গর্ভধারিণীকে ভক্তি ভরে অন্তরে

অন্তরে পূজা কর; তাহ'লে এ ভব-যন্ত্রণা ঘুচে যাবে। জগতের মা আনন্দময়ী সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণীর চরণ-দর্শনে সমর্থ হবে। প্রাণভরে জয়কালী মা করুণাময়ী বল।

সকলে সমস্বরে

গীত

গুরুর কৃপায় মনের আঁধার ঘুচলো এতদিনে।
অসার সংসার জেনে, সার কর সেই নিত্যধনে॥
(আমরা) আবদারে ছেলের মত, মোহে সদাই পাপে রত—
রোগ তাপ পেলেম কত নিজ কর্ম্মফলে॥

যবনিকা পতন।